Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ২২ জ্যৈষ্ঠ ।। ১৪৩৩।। রবিবার ৭ জুন ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৫০৯ সংখ্যা।। ১০ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

মাত্র ৬ ঘণ্টায় দিল্লি !

বাংলায় বুলেট ট্রেন চালুর আশ্বাস রেলমন্ত্রীর

নয়া জামানা বঙ্গের রেল পরিকাঠামোয় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বৈঠকের পর বাংলার জন্য একাধিক মেগা রেল প্রকল্পের ঘোষণা করা হয়েছে।সবচেয়ে বড় চমক, শিলিগুড়ি থেকে দিল্লি পর্যন্ত বুলেট ট্রেন চালুর পরিকল্পনা।

শনিবার কলকাতায় এসে প্রথমে মেট্রো পরিষেবা পরিদর্শন করেন রেলমন্ত্রী।এরপর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকে বসেন তিনি।বৈঠক শেষে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয়,পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিনে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রেল উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,অতীতে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের অভাবে বহু গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প আটকে ছিল।তবে এখন সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। রাজ্যের উন্নয়নের স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য একসঙ্গে কাজ করবে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ৬১টি রেল প্রকল্পে অনুমোদন মিলেছে এবং প্রয়োজনীয় জমি প্রদানে রাজ্য সরকার পূর্ণ সহযোগিতা করবে।সবচেয়ে আলোচিত ঘোষণা হলো শিলিগুড়ি-দিল্লি বুলেট ট্রেন প্রকল্প।পরিকল্পনা অনুযায়ী, এই ট্রেন চালু হলে মাত্র ছয় ঘণ্টায় দিল্লি পৌঁছানো সম্ভব হবে। উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।শুধু বুলেট ট্রেনই নয়, কলকাতা মেট্রোর সম্প্রসারণেও বড়সড় বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ৬০টি নতুন আধুনিক মেট্রো রেক যুক্ত হবে শহরের পরিবহণ ব্যবস্থায়।এর ফলে যাত্রী পরিষেবা আরও উন্নত ও দ্রুত হবে বলে আশা করা হচ্ছে।পণ্য পরিবহণ ক্ষেত্রেও এসেছে বড় ঘোষণা। ডানকুনি থেকে সুরাট পর্যন্ত একটি ডেডিকেটেড ফ্রেট করিডর তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।এই করিডর চালু হলে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলবে এবং পণ্য পরিবহণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

রেলমন্ত্রী আরও জানান, পশ্চিমবঙ্গে ১০২টি অমৃত ভারত স্টেশন গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি যানজট ও দুর্ঘটনা কমাতে রাজ্যজুড়ে ৫৩৮টি নতুন ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস নির্মাণের পরিকল্পনাও রয়েছে। অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন,বাংলার রেল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দে কোনও সমস্যা নেই। দ্রুত কাজ শুরু করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করাই এখন লক্ষ্য।রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, কেন্দ্র ও রাজ্যের এই নতুন সমন্বয় পশ্চিমবঙ্গের রেল অবকাঠামোকে আমূল বদলে দিতে পারে।বুলেট ট্রেন থেকে আধুনিক মেট্রো, নতুন স্টেশন থেকে ফ্রেট করিডর সব মিলিয়ে বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় আসতে চলেছে এক নতুন যুগ।

চিংড়িঘাটায় মেট্রো পরিদর্শনে রেলমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ ইস্টার্ন বাইপাসের অত্যন্ত ব্যস্ত মোড় চিংড়িঘাটায় মেট্রো প্রকল্পের অভাবনীয় অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে এবার সশরীরে পরিদর্শনে এলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকার আসার পর সবুজ সংকেত মিলতেই মেট্রো কর্তৃপক্ষ রেকর্ড ১২০ ঘণ্টার মধ্যে থমকে থাকা কাজ শেষ করে ফেলেছে। আর এই সাফল্যের খতিয়ান নিতে এসেই কলকাতার বুকে দাঁড়িয়ে নাম না করে পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন রেলমন্ত্রী।

আহত অশোক ভট্টাচার্য

নয়া জামানা ঃ শনিবার বাড়িতেই দুর্ঘটনায় আহত হলেন শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র তথা বর্ষীয়ান সিপিআই(এম) নেতা অশোক ভট্টাচার্য। জানা গিয়েছে, বাড়ির একটি ঘরে পড়ে গিয়ে তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লাগে। আঘাতের ফলে মাথায় একাধিক সেলাই করতে হয়েছে।

ফিরহাদের ইস্তফা, কলকাতা পুরবোর্ড ভাঙ্গার নোটিশ রাজ্যের

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার পরেই নড়েচড়ে বসল রাজ্য সরকার। কলকাতা পুরসভাকে কারণ দর্শানোর চিঠি পাঠিয়েছে নবান্ন। ১৯৮০ সালের পুর আইনের ১১৭/১ ধারা উল্লেখ করে জানতে চাওয়া হয়েছে, কেন কলকাতা পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না। পুরসভার কমিশনার, পুরসচিব ও সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকদের কাছে পাঠানো সেই চিঠিতে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।১৯৮০ সালের পুর আইনের ১১৭(১) ধারা অনুযায়ী, কোনো পুরসভা যদি তার দায়িত্ব পালনে অক্ষম হয়, ধারাবাহিকভাবে কর্তব্যে গাফিলতি করে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তাহলে রাজ্য সরকার সেই পুরসভাকে অযোগ্য বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ ঘোষণা করে ভেঙে দিতে পারে। তবে এই ব্যবস্থা সর্বোচ্চ ছ'মাসের জন্য কার্যকর হতে পারে।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, পুরবোর্ড ভেঙে গেলে আগামী পুরনির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত পুরসভার কমিশনার স্মিতা পান্ডেকে প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব দেওয়া হবে।তৃণমূলের দাবি, ফিরহাদ ইস্তফা

দিলেও ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ কাজ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু পুর আইন বিশেষজ্ঞরা এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাঁদের মতে, মেয়র অসুস্থ হলে এই ব্যবস্থা সম্ভব, কিন্তু মেয়র ইস্তফা দিলে মেয়র পারিষদ বা ডেপুটি মেয়রের কোনো আইনি ক্ষমতা ও বৈধতা অবশিষ্ট থাকে না।ফিরহাদের ইস্তফার পর তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরদলকে নিয়ে বৈঠক ডাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। আগামিকাল বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবনে কাউন্সিলরদের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। দলের অন্দরে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে ফের মেয়রের পদে বসানো নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের জেরে মেয়াদ শেষ হওয়ার পাঁচ মাস আগেই শুক্রবার পদত্যাগ করেন ফিরহাদ হাকিম। পুরভবনে শেষ সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে পুরসভার সাধারণ কাজটুকুও করা সম্ভব হচ্ছিল না। দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র ও বিধান রায়ের মতো পূর্বতন মেয়রদের স্মরণ করে তিনি বলেন, সেই সম্মানিত চেয়ারের মর্যাদাহানি করতে পারেন না। তাঁর কথায়, ক্ষমতার লোভে শুধু শুধু চেয়ার আঁকড়ে বসে থাকতে পারব না।

ভূতে লুটে খাচ্ছে রেশন ! দূর্নীতি রুখতে স্ক্যানারে খাদ্যসাথী

নয়া জামানা ঃ নজরে খাদ্যসাথী।অযোগ্য ও 'ভূতুড়ে' উপভোক্তা চিহ্নিত করতে খাদ্যসাথী প্রকল্পে বিশেষ অভিযান চালাতে চলেছে রাজ্য সরকার। সরকারি অর্থের অপচয় বন্ধ করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।এসআইআর তালিকার ভিত্তিতে অভিযানচলতি বছর ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া বা এসআইআরে যে ৬৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ গেছে, তাঁদের খাদ্যসাথী প্রকল্প থেকেও বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, তাঁদের চিহ্নিত করে রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হবে।তবে দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রাখা হয়েছে। যাঁরা সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন এবং যাঁরা এসআইআর ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন, তাঁদের রেশন কার্ড সক্রিয় থাকবে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা রেশন পাবেন।এসডিও ও বিডিও-রা তাঁদের আওতাধীন এলাকার বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগে পাঠাবেন। এরপর খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্তারা সরাসরি বাড়িতে গিয়ে যাচাই

করবেন। এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যাচাইকরণ শেষে অযোগ্যদের রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং জুন মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে এই কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।রাজ্যে প্রায় দুই কোটি মানুষ খাদ্যসাথী প্রকল্পের অধীনে বিনামূল্যে রেশন পান। এই প্রকল্প চালাতে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহে বছরে প্রায় ১৫,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। রাজ্যের রাজস্ব পরিস্থিতি স্বাভাবিক না থাকায় সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে অপব্যয় রুখতে সক্রিয় হয়েছে। এক আধিকারিকের বক্তব্য, পূর্ববর্তী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে এই প্রকল্পগুলিতে বিপুল অর্থের অপব্যবহার হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।একই সঙ্গে অন্নপূর্ণা যোজনায় অযোগ্য উপভোক্তা ঠেকাতে নতুন করে আবেদন প্রক্রিয়া চালু করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে আনুমানিক দুই কোটি মহিলাকে মাসে ৩,০০০ টাকা করে অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে বছরে প্রায় ৭২,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর পাশাপাশি পূর্ববর্তী সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বছরে প্রায় ৩০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হত।

আজ বৈঠকে মমতা

নয়া জামানা ঃ কলকাতার মেয়র পদে ফিরহাদ হাকিম ইস্তফা দিতেই পুরবোর্ড নিয়ে অনিশ্চয়তা। পুরবোর্ড থাকবে নাকি, বসবে প্রশাসক। পুরবোর্ড টিকলে কে হবেন মেয়র? এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রবিবার তিনটের সময় বাইপাসের ধারে তৃণমূল ভবনে বৈঠক ডাকলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার কাউন্সিলর ও দলের পদাধিকারীদের বৈঠক ডেকেছেন মমতা। সূত্রের খবর, শোভন চট্টোপাধ্যায়কে মেয়র করা নিয়ে জোর চর্চা চলছে দলের অন্দরে।

সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসে জিরো টলারেন্স, সিএএ হিংসায় তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বিরোধী আন্দোলনে রাজ্যজুড়ে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় এবার কড়া পদক্ষেপ নিতে চলেছে শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। সেই হিংসার ঘটনায় দায়ের হওয়া প্রতিটি অভিযোগ

খতিয়ে দেখতে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি সিদ্ধনাথ গুপ্তকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি তদন্তের জন্য একটি 'বিশেষ সেল' গঠনেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে।২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লোকসভা ও রাজ্যসভায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পাশ হয় এবং রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের পর তা আইনে পরিণত হয়। এরপরই দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মতো পশ্চিমবঙ্গেও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

রাজ্যের একাধিক জায়গায় সরকারি সম্পত্তিতে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ এবং রেলে তাণ্ডবের ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ ওঠে।সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির অভিযোগ ওঠে মুর্শিদাবাদ ও হাওড়া জেলায়। উলুবেড়িয়ায়

চলন্ত ট্রেনে আগুন লাগানো এবং স্টেশনে লুটপাটের অভিযোগ সামনে আসে। বেলডাঙায় থানায় আগুন ও ভাঙচুরের ঘটনাও তখন ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি করেছিল।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ২০১৯ সালে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের ঘটনায় যতগুলি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল, প্রতিটির তদন্ত করতে হবে। এই তদন্তের জন্য গঠিত বিশেষ সেলের দপ্তর হবে ভবানীপুরে।তদন্তে রাজ্য পুলিশকে সহায়তা করবে জিআরপি (রেল পুলিশ)। সেই সময় যে সমস্ত ট্রেন ও স্টেশনে অগ্নিকাণ্ড ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছিল, সেই সংক্রান্ত তথ্য ও নথি বিশেষ সেলের হাতে তুলে দেবে জিআরপি।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে,

তদন্তে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে বলে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

একটানা ক্ষমতায় ৪৩৯৯ দিন, ইতিহাসের দোরগোড়ায় মোদি

নয়া জামানা ঃ আরও একটি ঐতিহাসিক কৃতিত্ব অর্জনের দোরগোড়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১০ জুন একটানা ৪৩৯৯ দিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর দীর্ঘস্থায়িত্বের রেকর্ড ভাঙতে চলেছেন তিনি।স্বাধীনতার পর ১৯৫২ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মোট ৪৩৯৮ দিন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন জওহরলাল নেহেরু। ১০ জুন সেই সংখ্যা ছাড়িয়ে ৪৩৯৯ দিন পূর্ণ করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এর ফলে টানা প্রধানমন্ত্রিত্বের নিরিখে ৬২ বছরের পুরনো সেই রেকর্ড ইতিহাসের পাতায় চলে যাবে।উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৫ সালে ইন্দিরা গান্ধির একটানা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় প্রধানমন্ত্রী

থাকার রেকর্ডও ভেঙেছিলেন মোদি।নরেন্দ্র মোদিই প্রথম অ-কংগ্রেসী নেতা যিনি কেন্দ্রে একটানা দুইবার সরকারের পূর্ণ মেয়াদ সম্পূর্ণ করেছেন। ২০১৪ সালে প্রথমবারপিও প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর থেকে তিনি

দেশের উন্নয়ন, পরিকাঠামো নির্মাণ ও জাতীয় নিরাপত্তা সুদৃঢ় করার কাজ করে আসছেন।বিশ্লেষকদের মতে, মোদির এই কৃতিত্ব বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ নেহেরু যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩৪ কোটি। বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪৬ কোটিতে। এছাড়া নেহেরুর আমলে কংগ্রেসের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকলেও মোদিকে বহু আঞ্চলিক দলের সঙ্গে কঠিন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। পাশাপাশি সর্বক্ষণ গণমাধ্যমের নিবিড় নজরদারির মধ্যেও দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে।মোদির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময়কালে দেশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। আইআইটি, আইআইএম এবং এইমসের সংখ্যা ও মানের উন্নতিও ঘটেছে এই সময়ে।

মেট্রো-অটোয় চড়ে নবান্নে রেলমন্ত্রী

নয়া জামানা ঃ শনিবার কলকাতায় এসে ব্যতিক্রমী সফরের নজির গড়লেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে নবান্নে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যোগ দিতে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশনে যান তিনি। সেখানে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে মেট্রো পরিষেবা নিয়ে মতামত শোনেন। এরপর মেট্রোয় চেপে পৌঁছন নোয়াপাড়া স্টেশনে। সেখান থেকে অটোয়। গন্তব্য ছিল নবান্ন। প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বৈঠকের পর সাংবাদিক বৈঠকও করেন তিনি। সফরে ভিআইপি প্রথা এড়িয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ার বার্তাও দেন রেলমন্ত্রী।

Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 2

উত্তরবঙ্গ
নয়া জামানা

কলাগাছ লাগানো নিয়ে দুই প্রতিবেশীর তুমুল মারামারি, জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে উত্তেজনা

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের আনন্দনগর এলাকায় একটি কলাগাছ লাগানোকে কেন্দ্র করে দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে তুমুল বিবাদের জেরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার জেরে ৭৫ বছর বয়সি এক বৃদ্ধ আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

আহত বৃদ্ধ নরেন রায়ের স্ত্রী ভারতী রায়ের দাবি, নিজেদের জমিতে কলাগাছ লাগাতে গেলে প্রতিবেশী সুপেন রায় ও তাঁর ছেলে বাধা দেন। বচসা চলাকালীন নরেনবাবুকে মারধর এবং তাঁর হাতে কামড় দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে অভিযুক্ত পক্ষ। সুপেনবাবুর ছেলে তন্ময় রায়ের দাবি, রেলের জমির ওপর তাঁদের চলাচলের রাস্তা বন্ধ করার প্রতিবাদ জানাতে গেলে বিবাদের সূত্রপাত হয়। ধস্তাধস্তির সময় নরেনবাবু প্রথমে তাঁদের বাবাকে ঘুসি মারেন এবং সেই সময়ই সুপেনবাবুর দাঁত নরেনবাবুর হাতে লেগে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ালেও পরে বড় কোনো অশান্তি হয়নি। শেষ পর্যন্ত ময়নাগুড়ি থানায় দু'পক্ষই উপস্থিত হয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট করে নেন।

ফালাকাটায় সরকারি পাট্টার নামে ৩০ লক্ষ টাকা প্রতারণা, কাঠগড়ায় তৃণমূল নেতা

সুকমল ঘোষ, নয়া জামানা, ফালাকাটা ঃ ফালাকাটার বংশীধরপুর গ্রামে সরকারি পাট্টা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বছর দুয়েক আগে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভা থেকে তাঁদের পাট্টা পাওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, সেই সুযোগ নিয়ে তৃণমূলের ফালাকাটা গ্রামীণ ব্লকের সাধারণ সম্পাদক দীপক রায় সরকারি প্রকল্পে পাট্টা দেওয়ার নাম করে মাথাছুট ১৫ হাজার টাকা করে কাটমানি নেন। এভাবে প্রায় দুই শতাধিক বাসিন্দার কাছ থেকে সর্বমোট ৩০ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। টাকা দিলেও শেষ পর্যন্ত গ্রামবাসীরা কোনো পাট্টা পাননি।

এতদিন ওই নেতার দাপটের ভয়ে কেউ মুখ না খুললেও, রাজ্যে সরকারের পালাবদল হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন প্রতারিতরা। শনিবার কাটমানি ফেরতের দাবিতে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা অভিযুক্ত নেতার বাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে ফালাকাটা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং গ্রামবাসীদের লিখিত অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দেয়। এদিকে বিক্ষোভের আঁচ পেয়ে এলাকা ছেড়ে গা-ঢাকা দিয়েছেন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা দীপক রায়। তাঁর পরিবার অবশ্য সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, একটি গণস্বাক্ষর সংবলিত অভিযোগপত্র জমা পড়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ঝড়ের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড খড়িবাড়ির পাটারাম জোত, বিপাকে ২৫টি পরিবার

নয়া জামানা, খড়িবাড়ি ঃ রাতভর দমকা হাওয়া ও প্রবল ঝড়-বৃষ্টির তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছে খড়িবাড়ি ব্লকের পাটারাম জোত গ্রাম। হঠাৎ শুরু হওয়া এই ঝড়ের প্রকোপে গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক বিশালাকার গাছ উপড়ে পড়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাছ ভেঙে পড়ার জেরে গ্রামের অন্তত ২৫টি বাড়ি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ঝড়ের দাপটে বহু বাড়ির ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় কারও রান্নাঘরের টিনের ছাউনি উড়ে গেছে, আবার কারও শোবার ঘর ভেঙে পড়েছে। প্রবল আতঙ্কের মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই রাত কাটাতে হয়েছে বহু পরিবারকে। তবে স্বস্তির বিষয়, এই ঘটনায় বড় ধরনের কোনও প্রাণহানির খবর মেলেনি। এদিকে ঝড়ের তাণ্ডবে গ্রামের বিভিন্ন স্থানে ১০টিরও বেশি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে।

ফলে গোটা গ্রামটি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ না থাকায় এই তীব্র গরমে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন বাসিন্দারা। শনিবার সকাল থেকেই অবশ্য প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগে এলাকায় উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। রাস্তা ও বাড়ির ওপর ভেঙে পড়া গাছ সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। সেই সঙ্গে ব্লক প্রশাসনের তরফ থেকে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আপাতত দ্রুত সরকারি ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের আশায় চাতক পাখির মতো প্রশাসনের সহায়তার অপেক্ষায় দিন গুনছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের মানুষেরা।

তীব্র দাহনে ধূপগুড়িতে পানীয় জলের হাহাকার, ক্ষোভে ফুঁসছেন শহরবাসী

নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ জ্যৈষ্ঠের শুরুতেই তীব্র গরমে ধূপগুড়ি পুরসভা এলাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের সংকট চরমে পৌঁছেছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের সরবরাহ করা জলের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বালতি-হাঁড়ি নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েও মিলছে না পর্যাপ্ত জল। বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনে দু'বার জল দেওয়ার কথা থাকলেও সকালে মাত্র ১০-১৫ মিনিট জল থাকছে এবং বিকেলে বেশিরভাগ দিনই কল থেকে জল পড়ছে না। এর ফলে রান্না ও গৃহস্থালির নিত্যদিনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয় গৃহবধূ ঝুমা পাল ও নাগরিক প্রিয়া সাহা ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানান, জল মানুষের প্রাথমিক অধিকার হলেও প্রশাসন এই বিষয়ে উদাসীন। এই সুযোগে শহরে জারের জল বিক্রির কালোবাজারি তুঙ্গে উঠেছে, যা নিম্নবিত্তদের নাগালের বাইরে। পুরসভা সূত্রে খবর, মূল পাম্পের মেশিনে ত্রুটির কারণেই এই সমস্যা তৈরি হয়েছে। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে।

কোচবিহার,আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি,দার্জিলিং জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

সিকিমকে রেল মানচিত্রে জুড়তে তৎপর সংসদীয় কমিটি

২০২৭-এর মধ্যেই শেষ হচ্ছে সেভক-রংপো প্রকল্পের কাজ

নয়া জামানা ।। শিলিগুড়ি

উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সিকিমে পৌঁছাল সংসদের রেলওয়ে বিষয়ক স্থায়ী কমিটির একটি উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার গ্যাংটকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক এবং রেলের নির্মাণ সংস্থা 'ইরকন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড'-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এই প্রতিনিধি দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের সার্বিক পর্যালোচনার পাশাপাশি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় বহুল প্রতীক্ষিত 'সেভক-রংপো রেললাইন প্রকল্প'। এই সফরের অংশ হিসেবে সংসদীয় কমিটির প্রতিনিধি দলটি সেভক-রংপো রেল প্রকল্পের বিভিন্ন নির্মাণাধীন স্টেশন, সেতু ও টানেল সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। বিশেষ করে রংপো রেলওয়ে স্টেশন এলাকা এবং টানেল নম্বর ১৪-এর কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা। প্রকল্প রূপায়ণকারী সংস্থা ইরকনের পক্ষ থেকে বৈঠকে জানানো হয়েছে যে, ৪৪.৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ঐতিহাসিক রেললাইনটি চালু হলে সিকিম রাজ্য এই প্রথম দেশের সরাসরি রেল মানচিত্রের সঙ্গে যুক্ত হবে। প্রতিকূল ভৌগোলিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের ৭৭ শতাংশ কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি কাজ শেষ করে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এই রুটে ট্রেন চলাচল শুরু করার চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উচ্চপর্যায়ের এই পরিদর্শনে সংসদীয় কমিটির পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতনকুমার শ্রীবাস্তব, আলিপুরদুয়ারের ডিআরএম এবং ইরকনের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা। জানা গেছে, সংসদের রেলওয়ে বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এই সফরটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং প্রতিনিধি দলটি আগামী ৯ জুন পর্যন্ত গ্যাংটক, কলকাতা ও ঋষিকেশের বিভিন্ন রেল প্রকল্প সফর করবে। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, সেভক-রংপো রেল রুটটি চালু হলে সিকিমের সঙ্গে সমগ্র দেশের রেল যোগাযোগ এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

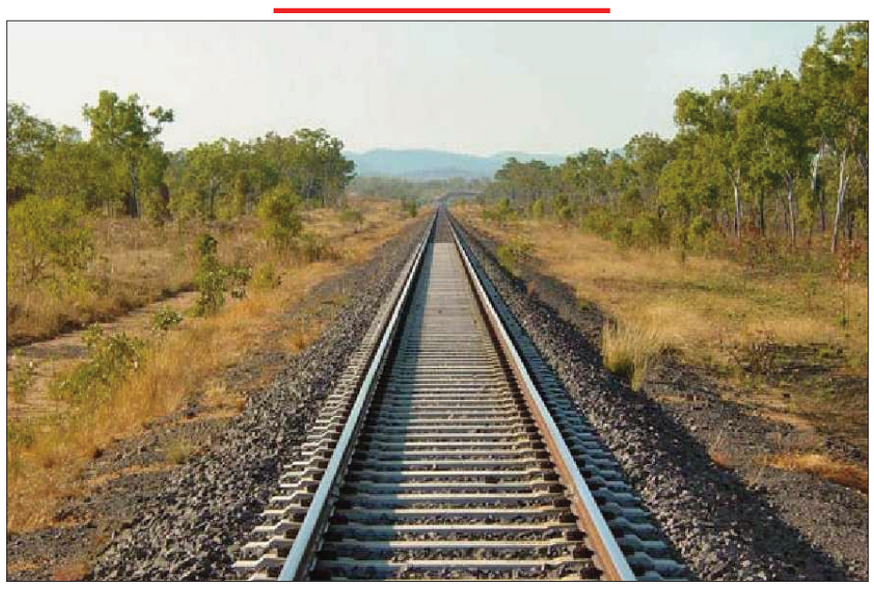

কৌশলগত ও ভৌগোলিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই পাহাড়ি রাজ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ যেমন বহুগুণ সহজ হবে, তেমনই গতি আসবে স্থানীয় পর্যটন ও বাণিজ্যে। সব মিলিয়ে এই রেল প্রকল্প উত্তর-পূর্ব ভারতের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যানজট ও দুর্ঘটনা রুখতে এবার পানিট্যাঙ্কি বাজারে ফুটপাত দখলমুক্তির কড়া অভিযান

নয়া জামানা, পানিট্যাঙ্কি ঃ খড়িবাড়ি বাজারের পর এবার পানিট্যাঙ্কি বাজার এলাকাতেও ফুটপাত ও রাস্তা দখলমুক্ত করতে বড়সড় অভিযানে নামল পুলিশ প্রশাসন। সরকারি নির্দেশিকা মেনে খড়িবাড়ি থানা, পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি এবং ট্রাফিক পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়। মূলত সাধারণ মানুষের যাতায়াত স্বাভাবিক করা, তীব্র যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং পথ দুর্ঘটনা এড়াতেই প্রশাসনের এই পদক্ষেপ। দীর্ঘদিন ধরেই বাজারের একটা বড় অংশ ও রাস্তা দখল করে ব্যবসা চালানোর অভিযোগ উঠছিল। অভিযান শেষে প্রশাসনের পক্ষ থেকে হকার ও ব্যবসায়ীদের আগামী সোমবার পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছায় ফুটপাত খালি না করলে পরবর্তীতে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পানিট্যাঙ্কি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক দীপক চক্রবর্তী জানান, সাধারণ মানুষের সুবিধা ও বাজারের শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁরা প্রশাসনের পাশেই আছেন। পাশাপাশি, যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের নিজস্ব দোকান নেই, তাঁদের পুনর্বাসনের জন্য বাজারের ফাঁকা দোকান ভাড়া নেওয়ার মতো বিকল্প ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে। এছাড়া নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কের কালভার্টগুলি যারা বেআইনিভাবে দখল করে রেখেছে, তাদের বিরুদ্ধেও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে লিখিত আবেদন জানানো হবে। প্রশাসনের এই সময়োপযোগী উদ্যোগে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে খুশির হাওয়া মিলেছে।

চেংমারীতে বালি-পাথরের মূল্যবৃদ্ধি, নদীর তীরে বৈঠক করে আশ্বস্ত করলেন মন্ত্রী মনোজ ওরাও

অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের চেংমারী এলাকায় রায়ডাক নদীর তীরে হঠাৎ করেই বালি ও পাথরের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে উঠেছে। এর ফলে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা থেকে শুরু করে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবং সাধারণ মানুষের ক্ষোভের কথা শুনতে সরাসরি ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেন রাজ্যের মন্ত্রী মনোজ কুমার ওরাও। শনিবার স্থানীয় মানুষের ডাকে সাড়া দিয়ে চেংমারীতে রায়ডাক নদীর তীরে পৌঁছান মন্ত্রী। কোনো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর বা আনুষ্ঠানিক মঞ্চে নয়, বরং নদীর তীরেই খোলা আকাশের নিচে স্থানীয়দের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এই বৈঠকে নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনের কাজে যুক্ত শ্রমিক, পরিবহন কর্মী, ব্যবসায়ী এবং এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে পূর্বতন সরকারের নীতি ও দুর্নীতি অনেকাংশে দায়ী। তবে বর্তমান সরকার এই বিষয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীল। তিনি ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে এনেছেন এবং দ্রুত সমাধানের পথ খোঁজা হচ্ছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এবং একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে সকলে যেন আগামী ৩-৪ মাস একটু ধৈর্য ধরেন, সেই অনুরোধও জানান তিনি। খুব দ্রুত বালি ও পাথরের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে চলে আসবে বলেও আশ্বাস দেন মন্ত্রী। মন্ত্রীর এই সশরীরে পরিদর্শন এবং ইতিবাচক আশ্বাসে আপাতত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন এলাকাবাসী।

জর্দা নদীতে ডুবে ১৩ বছরের নাবালকের মর্মান্তিক মৃত্যু

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ ময়নাগুড়ির জর্দা নদীতে ডুবে মৃত্যু হল ১৩ বছর বয়সী এক নাবালকের। মৃত নাবালকের নাম রাজীব সরকার, সে আনন্দ নগর সাহাপাড়া আমবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ছিল। শুক্রবার রাতে ময়নাগুড়ি ময়নাপাড়ার হরিজন বস্তির বাসিন্দারা জর্দা নদীতে একটি নাবালককে ভাসতে দেখেন। বিপদ বুঝে হরিজন বস্তির যুবকেরা দ্রুত নদীতে নেমে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। তাঁদের চোখের সামনেই বাচ্চাটি আচমকা তলিয়ে যেতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় যুবকেরা নদী থেকে তাকে ডুবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করেন। উদ্ধারের পর অচেতন নাবালককে দ্রুত ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তবে ওই নাবালক ঠিক কীভাবে এবং কেন নদীতে পড়ে গেল, তা নিয়ে এলাকায় ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ এবং ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে শনিবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি হাসপাতালে পাঠানো হবে।

জর্দা নদী থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রের দেহ উদ্ধার, ময়নাগুড়িতে শোক

সুস্মিতা রায়, নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ স্কুলে যাওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরা হলো না ১৩ বছরের কিশোরের। ময়নাগুড়ি ব্লকের আনন্দনগর-আমবাড়ি এলাকার অষ্টম শ্রেণির ছাত্র রাজদীপ সরকারের এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গতকাল সকালে হাসিমুখে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল রাজদীপ। কিন্তু স্কুল ছুটির সময় পেরিয়ে গেলেও সে বাড়ি না ফেরায় উদ্বিগ্ন পরিবার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সেখান থেকে জানা যায়, রাজদীপ সেদিন স্কুলেই যায়নি। এরপর আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখুঁজি শুরু করেন এবং ময়নাগুড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে নতুন বাজার এলাকার জর্দা নদী থেকে স্থানীয় যুবকেরা এক কিশোরের দেহ উদ্ধার করেন। পরে পরিবারের সদস্যরা গিয়ে সেটি রাজদীপের দেহ বলে শনাক্ত করেন। হাসিখুশি ছেলের এমন আকস্মিক ও রহস্যজনক মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবার। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে এলাকায় নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দোমহনীতে এইমসের দাবিতে নাগরিক চেতনা মঞ্চের অনির্দিষ্টকালীন অবস্থান বিক্ষোভ

নয়া জামানা, ময়নাগুড়ি ঃ উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের দোমহনীতে এইমস হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার দাবিতে জোরদার আন্দোলন শুরু করল ময়নাগুড়ি নাগরিক চেতনা মঞ্চ। শনিবার, ৬ই জুন, ময়নাগুড়ি সুপার মার্কেটে এক অবস্থান ও ধর্না কর্মসূচির আয়োজন করা হয় মঞ্চের পক্ষ থেকে। সংগঠনের সম্পাদক অপু রাউত জানান, দোমহনীতে রেলের একটি বিশাল পরিত্যক্ত জমি রয়েছে, যা এই ধরণের একটি বৃহৎ কেন্দ্রীয় হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য সবদিক থেকে উপযুক্ত। ভৌগোলিক অবস্থান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরিখেও দোমহনীর একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। এই দাবিতে তারা দীর্ঘদিন ধরেই আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। সম্প্রতি নতুন সরকার উত্তরবঙ্গে একটি নতুন এইমস হাসপাতাল স্থাপনের কথা ঘোষণা করায় পুনর্বার এই দাবিকে সামনে এনেছে নাগরিক চেতনা মঞ্চ। তাদের দাবি, সমস্ত দিক বিবেচনা করে নতুন সরকার যেন দোমহনীতেই এই হাসপাতালটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়।

Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 3

প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চনার অভিযোগে ক্ষুব্ধ জনতা

নয়া জামানা, মালদা ঃ বিগত সরকারের আওতাধীন ক্ষ্মআমাদের পাড়া আমাদের সমাধানক্ষ্ম প্রকল্পের উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন মালদার রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের চাঁদমনি গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারিয়া গ্রামের বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, প্রকল্পের আওতায় এলাকায় রাস্তা, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করার কথা থাকলেও সেই কাজ না করে সুবিধা অন্যত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বিধানসভা নির্বাচনের আগে চালু হওয়া এই প্রকল্পের অধীনে প্রতিটি বুথের উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কুমারিয়া গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা, পানীয় জল ও স্ট্রিট লাইটের দাবি জানিয়ে আসছেন।

সেই দাবিগুলি ক্ষ্মআমাদের পাড়া আমাদের সমাধানক্ষ্ম কর্মসূচির মাধ্যমে জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে একটি দুর্নীতির ছবি উঠে আসছে স্থানীয়দের বক্তব্যে। স্থানীয় যুবক আব্দুর রহমানের অভিযোগ, তাঁদের বুথের পঞ্চায়েত সদস্য মোজাম্মেল হক প্রকল্পের অর্থ এলাকার উন্নয়নের পরিবর্তে নিজের বাড়ির আশপাশে রাস্তা, পানীয় জল ও আলোর ব্যবস্থা করতে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মৌলিক সমস্যার সমাধান চেয়ে আসছি। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি।প্রতিবাদ জানাতে গেলে আমাকে মারধর করা হয়েছে।এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে গ্রামে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। একাধিক বাসিন্দা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন এবং বরাদ্দ অর্থের সঠিক ব্যবহার ও এলাকার উন্নয়নের দাবি জানান।তবে অভিযোগের বিষয়ে পঞ্চায়েত সদস্য মোজাম্মেল হকের বক্তব্য জানা যায়নি। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বালুরঘাট-হাওড়া বুলেট ট্রেন ও বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ রেললাইনের জন্য রেলমন্ত্রীকে চিঠি বিধায়কের

দিলদার আলী ।। নয়া জামানা ।। দক্ষিণ দিনাজপুর

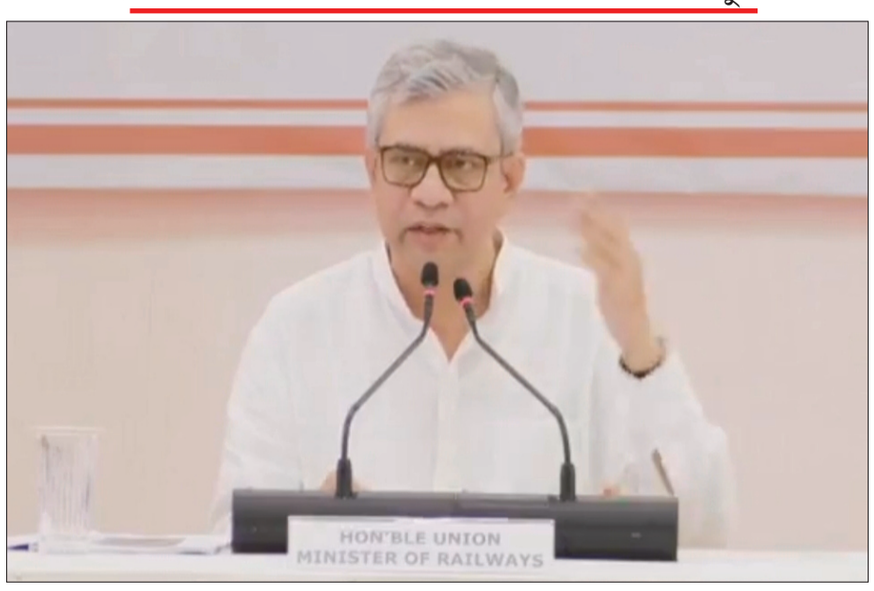

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত, আধুনিক ও জনমুখী করে তুলতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি জানিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠালেন কুশমণ্ডি বিধানসভার বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়।বিধায়ক তাঁর চিঠিতে জেলার সামগ্রিক উন্নয়ন, যাত্রীসুবিধা বৃদ্ধি এবং উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার স্বার্থে বালুরঘাট থেকে হাওড়া ও শিয়ালদা পর্যন্ত বুলেট ট্রেন পরিষেবা চালুর দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি বালুরঘাট থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত বুলেট ট্রেন চালুর প্রস্তাবও উত্থাপন করেছেন।এছাড়া বর্তমানে নির্দিষ্ট দিনে চলাচলকারী বালুরঘাট-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনকে সপ্তাহের সাত দিন চালানোর আবেদনও করেছেন তিনি।এর পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো পৃথক চিঠিতে বুনিয়াদপুর থেকে কালিয়াগঞ্জ পর্যন্ত নতুন রেললাইন নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক। তাঁর মতে, এই নতুন রেলপথ চালু হলে দক্ষিণ দিনাজপুর ও উত্তর দিনাজপুর জেলার মধ্যে যোগাযোগ আরও সহজ, দ্রুত ও সাশ্রয়ী হবে। এর ফলে সাধারণ যাত্রী, ছাত্র-ছাত্রী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন।তাপস চন্দ্র রায় বলেন, দক্ষিণ দিনাজপুর দীর্ঘদিন ধরেই উন্নত রেল পরিষেবার দাবি জানিয়ে আসছে। জেলার উন্নয়নের স্বার্থে আধুনিক রেল পরিকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। দ্রুতগতির ট্রেন পরিষেবা চালু হলে জেলার সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের যোগাযোগ আরও মজবুত হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পর্যটন ক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। তিনি আরও জানান, বুনিয়াদপুর-কালিয়াগঞ্জ নতুন রেললাইন বাস্তবায়িত হলে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। বহুদিনের এই জনদাবি পূরণ হলে দুই জেলার মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সময় ও খরচ উভয়ই কমবে।বিধায়কের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার বহু বাসিন্দা। তাঁদের আশা, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দক্ষিণ দিনাজপুরের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এই দাবিগুলি বাস্তবায়িত হলে জেলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির পথ আরও সুগম হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

বকেয়া বেতনের ক্ষোভে উত্তাল রায়গঞ্জ পুরসভা, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দীর্ঘদিন ধরে বেতন না পাওয়ার সমস্যায় জর্জরিত রায়গঞ্জ পৌরসভার কর্মীরা নিজেদের ভবিষ্যৎ ও আর্থিক অনিশ্চয়তা নিয়ে শুক্রবার একটি আলোচনা সভায় বসেন। কর্মীদের দাবি কয়েক মাস ধরে নিয়মিত বেতন না পাওয়ায় তাঁদের সংসার চালানো দায় হয়ে উঠেছে। আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে বহু কর্মী চরম দুর্দশার মুখোমুখি হয়েছেন। সেই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতেই পৌরসভার দ্বিতীয় তলায় কর্মীদের বৈঠক চলছিল। এদিন সকালে পৌরসভায় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার প্রকল্পের ফর্ম জমা নেওয়ার কাজ স্বাভাবিকভাবেই চলছিল। তবে দুপুরের দিকে কর্মীদের বৈঠক শুরু হওয়ায় সাময়িকভাবে ফর্ম গ্রহণের কাজ বন্ধ রাখা হয়। কর্মীদের অভিযোগ, সেই সময় এক মহিলা ফর্ম জমা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈঠক কক্ষে প্রবেশ করেন। তাঁকে পরিস্থিতির কথা জানানো হলেও পরে এক যুবক মোবাইলে ভিডিও করতে শুরু করেন। পৌরকর্মীদের দাবি বৈঠকের মধ্যে অনুমতি ছাড়া ভিডিও করায় তাঁরা আপত্তি জানান। এরপর ওই যুবক ও কয়েকজন বহিরাগত কর্মীদের উদ্দেশে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করতে শুরু করেন।অভিযোগ পরে আরও কিছু বহিরাগত পৌরসভায় এসে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করেন এবং কর্মপরিবেশ বিঘ্নিত করার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে সাধারণ উপভোক্তাদের অভিযোগ, অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম জমা না নেওয়ায় তাঁদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। সেই সময় ভিডিও করতে গেলে এক যুবকের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ হস্তক্ষেপ করে ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের পৌরসভা চত্বর থেকে বাইরে বের করে দেয় এবং পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। পৌরকর্মীদের একাংশের বক্তব্য, মূল বিষয় ছিল তাঁদের দীর্ঘদিনের বেতন বকেয়া এবং সেই সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান। কিন্তু বহিরাগতদের হস্তক্ষেপে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আড়ালে চলে গিয়ে অযথা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

আট মাস ধরে ভাঙা ঢালাই রাস্তা, চরম দুর্ভোগে এলাকাবাসী

নয়া জামানা,দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ কুশমণ্ডি ব্লকের উদয়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সালেকুড়ি গ্রামে দীর্ঘ প্রায় আট মাস ধরে একটি ঢালাই রাস্তা ভেঙে পড়ে রয়েছে। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন এলাকার সাধারণ মানুষ, ছাত্র-ছাত্রী, টোটোচালকসহ বিভিন্ন শ্রেণির বাসিন্দারা।স্থানীয়দের অভিযোগ, রাস্তার একাংশ ভেঙে যাওয়ায় যাতায়াতে প্রতিনিয়ত ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। বিশেষ করে বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ রায় জানান, আতঙ্কের মধ্য দিয়ে প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে গর্ভবতী মহিলা বা অসুস্থ ব্যক্তিদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।এলাকার টোটোচালকরাও একই অভিযোগ তুলে বলেন, ভাঙা রাস্তার কারণে যানবাহন চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার আশঙ্কা লেগেই থাকে। এতে যেমন যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, তেমনি যানবাহনেরও ক্ষতি হচ্ছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল রয়েছে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। ফলে প্রতিদিন স্কুলপড়ুয়া শিশু এবং অভিভাবকদেরও সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।এ বিষয়ে কুশমণ্ডি বিধানসভার বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায় বলেন, আগের সরকারের আমলে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে রাস্তার কাজ করা হয়েছিল। সেই কারণেই রাস্তার এই বেহাল অবস্থা হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হবে।দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এমন বেহাল অবস্থার কারণে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর মধ্যে। তাঁদের দাবি, দুর্ঘটনা এড়াতে এবং সাধারণ মানুষের স্বার্থে দ্রুত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করুক।

ধাবায় মদ্যপদের তাণ্ডব, আতঙ্কে এক মহিলা

নয়া জামানা,মালদহ ঃ ইংরেজবাজার থানার ব্যাসপুর এলাকায় এক বিধবা মহিলার ধাবায় ঢুকে প্রকাশ্য দিবালোকে তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ উঠল কয়েকজন মদ্যপ যুবকের বিরুদ্ধে।শনিবারের এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাসপুরের বাসিন্দা সঞ্জয় সাহা প্রায় দু'বছর আগে মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর তিন সন্তানকে নিয়ে সংসারের হাল ধরেন স্ত্রী বন্দনা সাহা।

মালদহ-কালিয়াচক রাজ্য সড়কের ধারে একটি ছোট ধাবা চালিয়েই পরিবারের ভরণপোষণ করে আসছেন তিনি।অভিযোগ,শনিবার দুপুরে কয়েকজন যুবক মদ্যপ অবস্থায় ধাবায় এসে হঠাৎই অশান্তি শুরু করে।প্রথমে সেখানে খেতে বসা কয়েকজন গাড়িচালককে মারধর করা হয়।এরপর ধাবার টেবিল-চেয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।আচমকা এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ধাবা ও আশপাশের এলাকায়।বন্দনা সাহার দাবি,অভিযুক্তরা প্রায়ই বাইরে থেকে মদ কিনে এনে ধাবার মধ্যে বসে পান করে। বারবার বাধা দেওয়া হলেও তারা তা উপেক্ষা করে।এদিনও মদ্যপ অবস্থায় এসে ধাবায় হামলা ও ভাঙচুর চালায়।ঘটনার পর ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই মহিলা।অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন বন্দনা সাহা।তাঁর আশা, প্রশাসনের হস্তক্ষেপে তিনি নিরাপদ পরিবেশে নিজের ধাবা চালিয়ে পরিবারের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

ইসলামপুরে তৃণমূলের 'নীরবতা' ঘিরে জল্পনা, নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষোভ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে

নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ বিধানসভা নির্বাচনে উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর কেন্দ্রে রেকর্ড ৪০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকেই ইসলামপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা। জয়ী হওয়ার পর স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তা ঘিরে কর্মী-সমর্থকদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ ও হতাশার সুর শোনা যাচ্ছে।স্থানীয় সূত্রের দাবি, ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল বিধায়ক কানাইলাল আগরওয়ালকে ভোট-পরবর্তী সময়ে তেমন কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা যায়নি। একইভাবে দলের ব্লক সভাপতি জাকির হোসেনের সক্রিয়তাও তুলনামূলকভাবে কম বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে সংগঠনের নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।অন্যদিকে, পার্শ্ববর্তী চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে নিয়মিত জনসংযোগ ও সাংগঠনিক কর্মসূচিতে দেখা গেলেও ইসলামপুরে সেই ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার অভাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।এই পরিস্থিতিতে বিজেপি শিবিরকে তুলনামূলকভাবে বেশি সক্রিয় দেখা যাচ্ছে। এদিকে, বিধানসভায় শপথ গ্রহণের দিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর দেখানো 'তিন আঙুলের ইশারা' নিয়েও রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও এই ইশারার প্রকৃত অর্থ নিয়ে কোনো সরকারি বা নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা সামনে আসেনি, তবুও তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত রয়েছে।

চাকুলিয়ায় উদ্ধার ১ কুইন্টাল ১৪ কেজি গাঁজা, গ্রেফতার ২

মোহম্মদ আলম,নয়া জামানা,উত্তর দিনাজপুর ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার করল চাকুলিয়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের পরিমাণ ও বাজার মূল্যকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার চাকুলিয়া থানার লাহিল এলাকায় একটি কালো রঙের স্করপিও গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে আটক করা হয়। পরে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১ কুইন্টাল ১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা।ঘটনায় গাড়িতে থাকা ইজহার আলম ও অজয় কুমার পোদ্দার নামে দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ইজহার আলম চাকুলিয়ার ঠাকুরবাড়ি এলাকার বাসিন্দা এবং অজয় কুমার পোদ্দার কিশনগঞ্জ বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।পুলিশ ধৃতদের বিরুদ্ধে মাদক পাচার সংক্রান্ত ধারায় মামলা রুজু করেছে। উদ্ধার হওয়া গাঁজার উৎস এবং তা কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, সে বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। পাশাপাশি এই পাচারচক্রের সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বিপুল পরিমাণ মাদক উদ্ধার এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করার ঘটনাটি চাকুলিয়া থানার পুলিশের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। ঘটনাকে ঘিরে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

স্বস্তির বৃষ্টিতে হাঁফ ছাড়ল মালদা, কমল গরমের দাপট

স্বরূপ সাহা, নয়া জামানা,মালদা ঃ আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী শনিবার মালদা শহরে স্বস্তির বৃষ্টি নামল। সকাল থেকেই আকাশ ঘন কালো মেঘে ঢেকে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হালকা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হলে টানা কয়েক দিনের অস্বস্তিকর গরম থেকে স্বস্তি পান শহরবাসী।গত কয়েকদিনের প্রচণ্ড গরম ও ভ্যাপসা আবহাওয়ায় নাজেহাল ছিলেন সাধারণ মানুষ। শনিবারের বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কিছুটা কমে যাওয়ায় জনজীবনে স্বস্তি ফিরে আসে। বাজার, রাস্তাঘাট ও কর্মক্ষেত্রে বের হওয়া মানুষজনও এই বৃষ্টিকে স্বাগত জানান।আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ১০ জুন পর্যন্ত মালদা জেলায় বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি এবং হালকা থেকে মাঝারি দমকা হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবারের বৃষ্টিতে সেই পূর্বাভাসেরই প্রতিফলন দেখা গেল। গরমের দাপট থেকে সাময়িক মুক্তি পেয়ে খুশি মালদাবাসী।

উত্তর দিনাজপুর,দক্ষিণ দিনাজপুর,মালদা জেলার জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ভূতনীকে রক্ষায় তৎপর প্রশাসন, শুরু অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ

নয়া জামানা, মালদা ঃ নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মালদার মানিকচকের ভূতনীকে ভাঙন ও বন্যার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হল রাজ্যের বর্তমান শাসক দল।উদ্যোগের অঙ্গ হিসেবে শনিবার শুরু হল ভাঙন ও বন্যা প্রতিরোধের জন্য অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ। শনিবার পুজোপাঠ করে, নারকেল ফাটিয়ে কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করলেন মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল। তিনি ছাড়াও কাজের সূচনা পর্বে হাজির ছিলেন অতিরিক্ত জেলাশাসক অনিন্দ্য সরকার সহ জেলা সেচ দপ্তর এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। তাদের উপস্থিতিতে এদিন গ্রামবাসীদের নিয়ে কাজের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মন্ডল। তিনি জানান, বিগত তৃণমূল সরকারের আমলে ইচ্ছাকৃতভাবে ভূতনীকে ডোবানো হত। বন্যাত্রাণ লুটপাঠ করা হত। কিন্তু বর্তমান ডবল ইঞ্জিনের সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মতো যেকোন উপায়ে ভূতনীকে রক্ষা করবে। তাই আপাতত ৫৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ৮০ মিটার অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ কাজের সূচনা করলেন। শালবোল্লা, বালির বস্তা এবং ত্রিপল দিয়ে কোর, ওয়াল তৈরি করে ভাঙন ও বন্যা প্রতিরোধ করা হবে এবং পরের পর শুখা মরশুমে স্থায়ী ভাঙন রোধের কাজ শুরু হবে।

Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 4

তৃণমূলের ভাঙ্গনে শক্তি বাড়াতে তৎপর কংগ্রেস

নয়া জামানা , বহরমপুর ঃ বিধানসভা ভোটের দেড় মাসের মধ্যেই মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক সমীকরণে নতুন জল্পনা তৈরি হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ভাঙনের ইঙ্গিত মিলতেই জেলার রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে সক্রিয় হয়েছে কংগ্রেস। রাজনৈতিক মহলে আলোচনা, তৃণমূলের একাংশের নেতা-কর্মীরা নিজেদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিকল্প পথের খোঁজ শুরু করেছেন। সূত্রের দাবি, নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রী কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছেন। যদিও এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও পক্ষই বিস্তারিত জানায়নি। তবে কংগ্রেস শিবিরে জোর জল্পনা, দিল্লি সফর শেষে অধীর চৌধুরী মুর্শিদাবাদে ফিরলেই লাগাতার যোগদান কর্মসূচি শুরু হতে পারে। এদিন তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা দিয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, তৃণমূলে থেকে যারা দীর্ঘদিন কাজ করেছেন এবং বর্তমানে রাজনৈতিকভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা রয়েছে।

একইসঙ্গে তিনি বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী বৃহত্তর রাজনৈতিক মঞ্চ গড়ার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। বিধানসভা নির্বাচনে খারাপ ফলাফলের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলছিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, সেই অসন্তোষ এখন প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে। মুর্শিদাবাদের ২২টি আসনের মধ্যে ৯টিতে জয় পেয়েছে তৃণমূল। জেলার অধিকাংশ তৃণমূল বিধায়ক বর্তমানে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বকে সমর্থন করছেন বলে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে। অন্যদিকে, জলঙ্গির বিধায়ক বাবর আলি এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বের প্রতিই আস্থা রেখেছেন বলে জানা যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে কংগ্রেস নেতৃত্ব তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়েছে। অধীর চৌধুরীর অভিযোগ, ভোটের আগে বিরোধী দলগুলির নেতা-কর্মীদের দলে টানার যে রাজনীতি শুরু হয়েছিল, বর্তমানে তারই উল্টো চিত্র দেখা যাচ্ছে। তবে তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া সামনে আসেনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী কয়েক সপ্তাহে মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হতে পারে।

কুকুরের কামড়ে মৃত্যু শিশুর , শোকে স্তব্ধ এলাকা

নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ সুতি থানার মাহাতাপুর এলাকায় কুকুরের আক্রমণে মৃত্যু হল ছয় বছরের তানিশা খাতুনের। মৃত শিশুর বাড়ি সামশেরগঞ্জ থানার জালাদিপুর গ্রামে। তার বাবা নাম কাবিরুল শেখ । ঘটনার জেরে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তানিশা তার নানির বাড়ি মাহাতাপুরে এসেছিল। শনিবার সকাল প্রায় ১০টা নাগাদ সে খেলাধুলা করছিল। সেই সময় ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে হঠাৎ কুকুর তার উপর আক্রমণ করে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে দ্রুত মহেশাইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ তার মরদেহ জালাদিপুরের বাড়িতে পৌঁছালে শেষবারের মতো তাকে দেখতে ভিড় জমান বহু মানুষ। স্থানীয়দের দাবি, সুতিতে এর আগেও কুকুরের আক্রমণে এমন ঘটনা ঘটেছে।

তাই অবাধে ঘুরে বেড়ানো কুকুর নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের দাবি উঠেছে। পাশাপাশি মৃত শিশুর পরিবারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণেরও আবেদন জানানো হয়েছে। এলাকার বহু মানুষ জানান, তানিশা খাতুন অত্যন্ত ফুটফুটে ও সবার প্রিয় মেয়ে ছিল। তার অকাল মৃত্যুতে পরিবার-পরিজন ও গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে দালাল চক্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান, গ্রেপ্তার ১১

নয়া জামানা,বহরমপুর ঃ দীর্ঘদিনের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে দালালচক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযান চালাল বহরমপুর থানার পুলিশ। শনিবার হাসপাতাল চত্বরে অভিযান চালিয়ে মোট ১১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন পরিষেবা কেন্দ্রিক দালালচক্র সক্রিয় থাকার অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগ ছিল, জেলা ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে ইসিজি, সিটি স্ক্যান, এক্স-রে, ডায়ালাইসিস-সহ একাধিক বিভাগকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যক্তি রোগী ও তাঁদের পরিজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিভিন্ন পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে অর্থ লেনদেন করতেন।পুলিশ সূত্রে খবর, গোপন সূত্রে তথ্য পেয়ে শনিবার হাসপাতাল চত্বরে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে ১১ জনকে আটক করে পরে গ্রেপ্তার করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃতরা দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতাল চত্বরে সক্রিয় ছিল এবং রোগীর পরিজনদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একটি সংগঠিত চক্র গড়ে তুলেছিল।অভিযোগ, হাসপাতালের বেডের ব্যবস্থা, রক্ত জোগাড় কিংবা সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা দ্রুত পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আদায় করা হত। বর্তমানে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত এবং আর্থিক লেনদেন কীভাবে পরিচালিত হত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অনাদি রায়চৌধুরী বলেন, বহরমপুরের বিধায়ক সুব্রত মৈত্রের সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল, হাসপাতালে দালালচক্রের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছিল। পুলিশ যথাযথ পদক্ষেপ করেছে। হাসপাতালকে দালালমুক্ত করাই আমাদের লক্ষ্য। পুলিশের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, রোগী ও তাঁদের পরিবারের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে কোনও বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। এই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা ও পরিষেবার স্বচ্ছতা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

১৩ই জুন জাতীয় লোক আদালত, দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বিভিন্ন ধরনের মামলা !

জাব্বার সেখ, নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ জাতীয় আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আগামী ১৩ ই জুন ২০২৬ তারিখে মুর্শিদাবাদ জেলার জেলা ও মহকুমা স্তরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জাতীয় লোক আদালত। এই উপলক্ষে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, মুর্শিদাবাদ।জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, লোক আদালতে পারস্পরিক মতামত, সহমত ও সমঝোতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের মামলা ও বিবাদের দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব। লোক আদালতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সকল পক্ষের জন্য বাধ্যতামূলক এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণ ছাড়া সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় না।কর্তৃপক্ষের দাবি, লোক আদালতের মাধ্যমে মামলার নিষ্পত্তি হলে আদালতের ফি ফেরত পাওয়া যায়, দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক বজায় থাকে এবং সময় ও অর্থ;দুইই সাশ্রয় হয়।লোক আদালতে আদালতে বিচারাধীন এবং প্রাক-মামলা পর্যায়ের একাধিক ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করা যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ঋণ পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিবাদ, শ্রম বিরোধ,

পারিবারিক বিবাদ, জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ, চেক বাউন্স মামলা, গাড়ি দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ মামলা, বিদ্যুৎ ও জলের বিল সংক্রান্ত মামলা, বৈবাহিক ও পারিবারিক বিরোধ, ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত মামলা-সহ বিভিন্ন দেওয়ানি ও নাগরিক বিষয়ক মামলা। এ বিষয়ে আরও তথ্য জানতে সংশ্লিষ্ট আদালত অথবা জেলা জজ কোর্ট, বহরমপুরে অবস্থিত জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের বিকল্প বিবাদ নিষ্পত্তি কেন্দ্রে যোগাযোগ করার আবেদন জানানো হয়েছে।

আবাসে'কাটমানি' অভিযোগ,গ্রেপ্তার তৃণমূল সদস্যের স্বামী-সহ ৪

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে উপভোক্তাদের কাছ থেকে 'কাটমানি' নেওয়ার অভিযোগে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী-সহ মোট চার জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে মুর্শিদাবাদের বড়ঞা থানার পুলিশ শ্রীহট্ট গ্রামে অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন বড়ঞা ব্লকের সাবলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্রীহট্ট গ্রামের বর্তমান তৃণমূল সদস্য সকেরা বিবির স্বামী সুফল রহমান, পঞ্চায়েতের দুই প্রাক্তন সদস্য প্রশান্ত কুমার পাল ও উৎপল বাগদি এবং মানিক বায়েন। শনিবার ধৃতদের কান্দি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, শ্রীহট্ট গ্রামের বাসিন্দা অঙ্গরী দত্ত নামে এক উপভোক্তার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই এই পদক্ষেপ। অভিযোগে বলা হয়েছে, বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কয়েক জন উপভোক্তার কাছ থেকে আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে। আদালতে নিয়ে যাওয়ার পথে ধৃতদের মধ্যে অন্যতম অভিযুক্ত প্রশান্ত কুমার পাল জানান, আবাস নির্মাণের জন্য টাকা নেওয়া হয়েছিল। যদিও অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের দাবি, এই আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছেন কি না এবং অভিযোগের শিকড় কতটা গভীর, তা জানতে ধৃতদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঘটনার জেরে এলাকায় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে আরও চার পঞ্চায়েত সদস্য,ময়া পঞ্চায়েতে হারাল তৃণমূল

নয়া জামানা, লালগোলা ঃ লালগোলা ব্লকের ময়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন অব্যাহত। দুই সপ্তাহ আগে তৃণমূলের তিন পঞ্চায়েত সদস্য নওয়াজ শরিফ, মার্জিনা বিবি এবং বেনজির বিবি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর এবার আরও চার সদস্য এবং এক প্রাক্তন উপপ্রধান ঘাসফুল শিবির ছেড়ে হাত শিবিরে যোগ দিলেন।এদিন বিকেলে লালগোলা ব্লক কংগ্রেস পার্টি অফিস তথা আব্দুস সাত্তার ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেন পঞ্চায়েত সদস্য মৌসুমী খাতুন, মালিহা সুলতানা, পিয়ালি খাতুন এবং ইসরাইল শেখ। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি যদুরাম ঘোষ।এই যোগদানের ফলে ২৮ আসন বিশিষ্ট ময়া গ্রাম পঞ্চায়েতে বাম-কংগ্রেস জোটের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৭-তে।অন্যদিকে, তৃণমূলের সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছে ১১।

এর ফলে পদ্মাপাড়ের এই পঞ্চায়েতে বাম-কংগ্রেস জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল বলে রাজনৈতিক মহলের মত।ব্লক কংগ্রেস সভাপতি যদুরাম ঘোষ বলেন, ময়া পঞ্চায়েতে জোট এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ।

খুব শীঘ্রই অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে। আরও কয়েকজন আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।অন্যদিকে, লালগোলার তৃণমূল বিধায়ক আব্দুল আজিজ বলেন, দলের উপর আস্থা রাখতে না

পেরেই উনারা দল ছেড়েছেন বলে মনে হয়। কেউ চলে গেলে তাকে তো আর ধরে রাখা যায় না।

বিএসএফ-এর হেডকোয়ার্টারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নয়া জামানা, বহরমপুর ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে এদিন বহরমপুর বিএসএফ হেডকোয়ার্টারে পালন করা হল বিশেষ কর্মসূচি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিআইজি মহিন্দার লাল,

কমান্ডান্ট এস পি সিং, দীনেশ কুমার-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জওয়ানরা।পরিবেশ রক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিতে এদিন হেডকোয়ার্টার চত্বরে ৫৫০টি এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় আরও ২৪৫০টি চারাগাছ রোপণ করা হয়।

বিএসএফ-এর এই উদ্যোগকে দেশের নিরাপত্তার পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা।ডিআইজি মহিন্দার লাল বলেন, বিশ্বজুড়ে বৃক্ষ নিধনের ফলে গড় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জলস্তর ক্রমশ নিচে নেমে যাচ্ছে। এর ফলে পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে প্রাণীজগতের উপর। এই পরিস্থিতি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় বৃক্ষরোপণ।তিনি আরও বলেন, বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন ফিরে আসবে এবং জীবকূলের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। পরিবেশ রক্ষায় বিএসএফ-এর এই উদ্যোগ স্থানীয় মহলেও প্রশংসিত হয়েছে।

সোয়াবিন তেলের ট্রাক উল্টে হুড়োহুড়ি, তেল লুটে নিল গ্রামবাসী

নয়া জামানা ,মুর্শিদাবাদ ঃ রঘুনাথগঞ্জের মথুরাপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে একটি সোয়াবিন তেলবোঝাই ট্রাক উল্টে যাওয়ার ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মুহূর্তের মধ্যেই আশপাশের এলাকার বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমিয়ে ট্রাক থেকে ছড়িয়ে পড়া তেল সংগ্রহে নেমে পড়েন। কেউ বোতল, কেউ বালতি, আবার কেউ বা বড় বড় পাত্র নিয়ে তেল ভরতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

ফলে দুর্ঘটনাস্থলে একপ্রকার বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হলদিয়া থেকে নেপালের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল সোয়াবিন তেলবোঝাই ট্রাকটি। শনিবার সকালে রঘুনাথগঞ্জ থানার মথুরাপুর এলাকায় পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এর জেরে ট্রাকটি রাস্তার ধারে উল্টে যায়।

দুর্ঘটনায় গাড়ির সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও চালক ও খালাসি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে যান বলে জানা গেছে। ট্রাক উল্টে যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আশপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ট্রাকের ভিতরে থাকা তেলের প্যাকেট ও কন্টেনার সংগ্রহ করতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। অনেককে মাথায়, হাতে ও সাইকেলে করে তেল নিয়ে যেতে দেখা যায়। ঘটনায় কার্যত কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পাশাপাশি জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়। পরে ক্রেনের সাহায্যে উল্টে থাকা ট্রাকটিকে সরানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, অতিরিক্ত গতি বা নিয়ন্ত্রণ হারানোর কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মাতৃস্বাস্থ্য-পরিবেশ সচেতনতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নয়া জামানা, সালার ঃ গর্ভবতী মা ও ভবিষ্যৎ মাতৃত্বকে সম্মান জানিয়ে, নিরাপদ মাতৃত্ব ও মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধের বার্তা নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী, নার্সিং স্টাফ ও স্বাস্থ্য বিভাগের সদস্যদের উপস্থিতিতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয় । এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ সংরক্ষণ, মাতৃস্বাস্থ্য সচেতনতা

এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থা শনাক্তকরণ ও মাতৃমৃত্যু প্রতিরোধ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানানো হয়।

সালার হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গায় এবং ভরতপুর - ২ ব্লকের বিভিন্ন প্রাইমারি হেলথ সেন্টার এবং হেল্‌থ

এন্ড ওয়েলনেস সেন্টারে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে এই দিনের কর্ম সূচি সফল ভাবে পালিত হয়।ত বিএমওএইচ ডাক্তার. ইন্দ্রনাথ মন্ডল বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে বৃক্ষ রোপণ , বনসৃজন ,পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর বার্তা দেন।

ঘর ওয়াপসি ,ফের কংগ্রেসে যোগ দিলেন রঘুনাথগঞ্জের বাপ্পা

আনিকুল ইসলাম, নয়া জামানা, জঙ্গিপুর ঃ নির্বাচনের আগে দলবদল, আর নির্বাচনের পরেই ফের পুরনো ঘরে প্রত্যাবর্তন। ফের শিরোনামে রঘুনাথগঞ্জের পরিচিত মুখ এবং শিক্ষক হাসানুজ্জামান বাপ্পা। তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে সংক্ষিপ্ত পথচলা শেষ করে শনিবার তিনি পুনরায় যোগ দিলেন জাতীয় কংগ্রেসে।তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে আবারও জাতীয় কংগ্রেসে ফিরলেন রঘুনাথগঞ্জের শিক্ষক হাসানুজ্জামান বাপ্পা। উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখ পাত্রের পদ ছেড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তবে নির্বাচনের ফলাফলে তৃণমূলের ভরাডুবির পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক পোস্ট করেছিলেন বাপ্পা। সেখানে তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, কংগ্রেসই তাঁর জন্য উপযুক্ত রাজনৈতিক মঞ্চ।অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নিয়ে ফের কংগ্রেস শিবিরে নিজের জায়গা করে নিলেন হাসানুজ্জামান বাপ্পা।

রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ঘর ওয়াপসি রঘুনাথগঞ্জের স্থানীয় রাজনীতির সমীকরণে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। দলবদলের পর বাপ্পা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত রাজনৈতিক দর্শনেই তিনি ফিরলেন। এখন দেখার বিষয়, কংগ্রেসের নতুন নেতৃত্বে তিনি নিজের পুরোনো অবস্থানে কতটা সক্রিয় হতে পারেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

৭ জুন ২০২৬

নদীয়া বীরভূম

নয়া জামানা

নয়া নির্দেশিকার জেরে ফের বিতর্কে বিশ্বভারতী

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সম্প্রতি বিশ্বভারতী তার একের পর এক নয়া নির্দেশিকার জন্য আলোচনায় শীর্ষে এসেছে। এবার একটি প্রশাসনিক নির্দেশিকাকে কেন্দ্র করে নতুন করে বিতর্ক শুরু হলো। অফিস সময়ে কর্মস্থল ছাড়ার ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানের অনুমতি নেওয়ার নির্দেশ জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই নির্দেশের বিরোধিতা করে শুক্রবার একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি ফ্যাকাল্টি অ্যাসোসিয়েশন। বিবৃতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছেও পাঠিয়েছে সংগঠন। তবে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দাবি, এটি নতুন কোনো নিয়ম নয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়মের মধ্যেই পড়ে।গত বুধবার বিশ্বভারতীর কর্মসচিব একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। সেখানে বলা হয়, অধ্যাপক ও কর্মী উভয়ই অফিস সময়ে সংশ্লিষ্ট ভবন, বিভাগ বা কেন্দ্রের প্রধানের অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। নির্দেশটি কঠোরভাবে পালন করার কথাও ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই আপত্তি জানায় অধ্যাপক সংগঠন।

সংগঠনের তরফে প্রকাশিত বিবৃতিতে বলা হয়, একজন শিক্ষককে শুধু নিজের বিভাগে নয়, পাঠদান, গবেষণা, গ্রন্থাগার ব্যবহার, বৈঠক ও অন্যান্য অ্যাকাডেমিক কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় যেতে হয়। তাই তাঁদের কাজকে নির্দিষ্ট অফিসকক্ষে উপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যথাযথ নয়।এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ জানান, প্রায় সব সরকারি প্রতিষ্ঠানেই অফিস সময়ে বাইরে গেলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে যেতে হয়। এখানে অনুমতির বিষয়টিকে বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে। কর্মস্থল ছাড়ার আগে জানিয়ে যাওয়ার কথাই বলা হয়েছে।

চাপড়ায় বোমাবাজি, জখম ১

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ রেস্তরাঁর সামনে যুবককে লক্ষ্য করে গুলি, পরে বোমা হামলা ; আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি।চাপড়া থানার বড় আন্দুলিয়া এলাকায় এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা হামলার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, আক্রান্তের অবস্থা আশঙ্কাজনক।আক্রান্ত ব্যক্তির নাম শামসুল শেখ (৪০), পেশায় ট্রাক্টর চালক।

জানা যায় এদিন শামসুল তার ভাগ্নাদের সাথে দেখা করতে এসেছিল। তার এক ভাগ্নার হোটেল রয়েছে। সেই হোটেলে দেখা করতে গিয়েই টেবিলে বসে চা খাচ্ছিল শামসুল।চা খাওয়ার সময় হঠাৎই আক্রমণ হয় এবং তাকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়। আচমকা এই ঘটনার জেরে যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে তার দুই ভাগ্না। পরে শামসুল কে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।পরিবার সূত্রে আরও জানা গেছে শামসুলের কোন শত্রু নেই, এমনকি সে কোনো রাজনৈতিক দলের সাথেও যুক্ত নয়। তবুও কেন তার উপর এই হামলা তার স্বচ্ছ তদন্ত দাবি করেছে পরিবারের সদস্যরা।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

প্রাক্তন চেয়ারম্যানকে লক্ষ্য করে ‘চোর’ স্লোগান, ছুড়ে মারা হলো ডিম

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ নদীয়ার নবদ্বীপে ত্রাণ সামগ্রী কেলেঙ্কারি কাণ্ডে এবার পৌরসভার চেয়ারম্যানকে ঘিরে উঠল চোর চোর স্লোগান।

ছুড়ে মারা হলো ডিম। রাজ্যে সরকার বদলের পর রাজ্য সরকারের তৎপরতায় শুরু হয়েছে একাধিক অভিযান। যার মধ্যে প্রধান হল দুর্নীতি দমন ও দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা। তাই বর্তমান পরিস্থিতিতে দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকা ব্যক্তিদের গ্রেফতার করছে পুলিশ। ঠিক একইভাবে দিন কয়েক আগে নদীয়ার নবদ্বীপে ত্রাণ সামগ্রী কাণ্ডে গ্রেপ্তার হন নবদ্বীপ

পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা। এতদিন পুলিশ হেফাজতে থাকার পর শনিবার আবার তাকে আদালতে পেশ করা হয়। সেই সময় বিমান কৃষ্ণ সাহাকে চোর চোর স্লোগান এর মধ্যে দিয়ে ডিম ছুড়ে মারে মানুষ। যদিও পরিস্থিতি সামাল দেয় পুলিশ।

তেহট্ট-করিমপুর রেল পথের দাবীতে নবান্নে বিশেষ বৈঠক

সমীরণ বিশ্বাস, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ কৃষ্ণনগর-করিমপুর রেলপথের দাবি নিয়ে শনিবার নবান্নে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসলেন তেহট্ট বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ ও করিমপুরের বিধায়ক সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ। করিমপুর থেকে জেলা সদর কৃষ্ণনগরের দূরত্ব প্রায় ৮৫ কিমি।সীমান্তবর্তী তেহট্ট, বেতাই, নাজিরপুর ও করিমপুরের লক্ষাধিক মানুষকে কৃষ্ণনগর যাওয়ার জন্য মূলত সড়কপথের উপর নির্ভর করতে হয়।

এই দীর্ঘ পথে প্রায়শই দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণহানি হয়। যে কারণে বহুদিন ধরে এই এলাকায় রেল যোগাযোগ স্থাপনের দাবি উঠেছে।একাধিকবার সমীক্ষা ও জমি মাপজোক হলেও প্রকল্প এগোয়নি। এই রেলপথের দাবিতে বিভিন্ন সংগঠন আন্দোলনে নেমেছে ও সোশ্যাল মিডিয়াতেও এই

রেললাইনের দাবী জোরালোভাবে উঠে আসে। তেহট্টের বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ বলেন বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমি কথা দিয়েছিলাম, ভোটের পরে করিমপুর, তেহট্ট হয়ে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত রেললাইন নিয়ে তৎপর হবো। বিগত রাজ্য সরকারের যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব ছিল। আগের সরকার রেলমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলেনি। তবে এবার ডবল ইঞ্জিন সরকারের প্রয়াসে তেহট্ট - করিমপুর রেল লাইন হবে। আমাদের তেহট্ট দীর্ঘকালের রেল বঞ্চনায় জর্জরিত, যার জ্বালা আমার ভেতরেও আছে।এই বৈঠকে বহু প্রতিক্ষিত রেলপথের দাবির বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও বলেছেন খুব শীঘ্রই তেহট্ট-করিমপুর জুড়তে চলেছে রেলওয়ের সাথে।

ভবঘুরেদের জন্য তৈরি আশ্রমে থাকছে সাফাইকর্মীরা, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ প্রায় একদশক আগে ভবঘুরে ও অসহায় মানুষদের আশ্রয় দিতে নবদ্বীপ পুরসভা একটি চারতলা আবাসন তৈরি করেছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছিল ‘মমতালয়’। ২০১৭সালের আগস্টে তৎকালীন বিধায়ক পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা এর উদ্বোধন করেন। কিন্তু এখন সেখানে ভবঘুরেদের আশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না। ভবনের চারপাশ জঙ্গলে ভরে গিয়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বিভিন্ন পরিকাঠামো নষ্ট হতে বসেছে। কয়েকজন সাফাইকর্মী ভবনের চারতলায় পরিবার নিয়ে থাকছেন।আবাসনটির এই হালে নবদ্বীপে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অসহায় মানুষের স্বার্থে তাড়াতাড়ি সেটি চালু করার দাবি উঠেছে। নবদ্বীপ পুরসভার ১৭নম্বর ওয়ার্ডের দেয়ারাপাড়া ঘাটের কাছে ভাগীরথী নদী-তীরবর্তী নির্জন এলাকায় এই আবাসন তৈরি হয়েছিল। ঠিক ছিল, এখানে ভবঘুরে ও আশ্রয়হীন মানুষ নিরাপদে থাকতে পারবেন।কিন্তু আদতে ভবঘুরেরা এখানে থাকতে পারছেন না। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, সরকারি টাকায় নির্মিত গুরুত্বপূর্ণ ভবনটি সঠিক ব্যবহারের অভাবে দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের দাবি, নতুন সরকার অবিলম্বে ভবনটি চালু করার বিষয়ে উদ্যোগী হোক। যাতে আশ্রয়হীন মানুষ এর সুবিধা পেতে পারেন।

অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের ফর্ম বিতরণ ঘিরে বোলপুরে ধুন্দুমার

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের খাসপাড়া এলাকায় অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিতরণকে কেন্দ্র করে দুই মহিলাকে মারধর ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনায় বিজেপি যুব মোর্চার মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব সাহা ওরফে কিশোর এবং রামদীন শর্মা নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন দুই মহিলা। অন্যদিকে, ঘটনার জেরে পাল্টা অভিযোগও জমা পড়েছে দলীয় নেতৃত্বের কাছে।স্থানীয় বাসিন্দা মাধুরী রায় ও ঝুমা মালের অভিযোগ, কিশোর ও রামদীন দীর্ঘদিন ধরেই তাঁদের বিভিন্নভাবে হেনস্থা করে আসছে। তাঁদের দাবি, অভিযুক্তরা প্রায়শই নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এলাকায় এসে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ভয়ভীতি দেখায়। এমনকি তুলে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তাঁরা। পাশাপাশি এলাকার একটি কমিউনিটি হল ভেঙে সেখানে পার্টি অফিস তৈরির হুমকি দেওয়ার অভিযোগও

উঠেছে।অভিযোগকারীদের দাবি, এই ধরনের আচরণের প্রতিবাদ করতেই তাঁদের উপর শারীরিক

হামলা চালানো হয়। এই দুইজন ব্যক্তি তাঁদের মারধর করে এবং হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিযুক্ত নেতাকে ঘিরে স্থানীয় মানুষের ক্ষোভের একটি ভিডিওও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।শনিবার মাধুরী রায় ও ঝুমা মাল বোলপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।তবে পুলিশের প্রাথমিক দাবি, প্রতিবেশীদের মধ্যে দীর্ঘদিনের একটি পুরনো বিবাদের জেরেই এই ঘটনার সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে। তদন্তে সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।অন্যদিকে, বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতির কাছে জমা দেওয়া একটি অভিযোগপত্রে সঞ্জীব সাহা দাবি করেছেন, অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিতরণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় বিজেপি কর্মী ধর্মেন্দ্র (ধর্মা) রজকের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। এরপর তাঁকে হুমকি দেওয়া হয় এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। বিষয়টি নিয়ে দলীয় তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আবেদনও জানানো হয়েছে। যদিও এই নিয়ে বিজেপির বোলপুর সংগঠনিক জেলার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিতরণ ঘিরে সিউড়িতে সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার ২

তারিক আনোয়ার, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিতরণকে কেন্দ্র করে সিউড়ি পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডে সংঘর্ষের ঘটনায় দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম বাপি রায় ও তাপস মাল। বাপি রায় সিউড়ি পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের স্বামী এবং স্থানীয় তৃণমূল নেতা হিসেবে পরিচিত।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৫ই জুন অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম পূরণকে কেন্দ্র করে এলাকায় একটি বিবাদ তৈরি হয়। সেই ঘটনায় তিনজন আহত হন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর সিউড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ জমা পড়ে।অভিযোগকারী সুরেশ মাল, যিনি নিজেকে বিজেপি কর্মী বলে দাবি করেছেন তাঁর অভিযোগ,

এলাকায় ফর্ম পূরণের কাজ চলাকালীন বাপি রায়ের নেতৃত্বে হামলা চালানো হয় এবং বিজেপি সমর্থকদের মারধর করা হয়। অভিযোগে এক মহিলাকে মারধরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে সিউড়ি থানার পুলিশ। পরে বাপি রায় ও তাপস মালকে গ্রেপ্তার করা হয়। শনিবার তাদের সিউড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১০ জুন পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

হোস্টেলের বাথরুম থেকে উদ্ধার প্রথম শ্রেণীর ছাত্রীর মৃতদেহ

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ গার্লস স্কুলের হোস্টেলের বাথরুম থেকে মাত্র ৭ বছরের ক্লাস ওয়ান এর ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার করেছে কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার পুলিশ। সৎ পিতা প্রথমে কোনো কিছু দাবি না করলেও পরে দাবি করলেন তার মেয়েকে মেরে ফেলা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। প্রথমে শিশুটিকে কৃষ্ণনগর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখান থেকে জেলা শক্তিনগর পুলিশ মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়।কৃষ্ণনগর কুইন্স বালিকা বিদ্যালয়ে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত রয়েছে। বহুদিনের স্কুল, সঙ্গে রয়েছে হোস্টেলও। মৃত শিশুটির নাম সঞ্জনা মন্ডল, বয়স সাত বছর। আধার কার্ড অনুযায়ী বাড়ি রুদ্ধদহ সোনাতলা পূর্ব পাড়া কৃষ্ণনগর

কোতোয়ালি থানার অধীন। শিশুটির মা ভিন রাজ্যে কর্মসূত্রে থাকেন বলে জানতে পারা গেছে। সৎ বাবাই মেয়েটিকে দেখাশুনা করতেন।সৎ বাবা অনিমেষ কুমার সাহার বাড়ি কৃষ্ণনগর সন্ধ্যা মাঠ পাড়া চাঁদমারী ক্যাম্পের কাছে। মৃত্যুর কারণ এখনো পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।এদিকে ছাত্রী মৃত্যুর বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সদর সম্ভব জৈন জানান, বাচ্চাটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।চিকিৎসকের বিশেষ টিম সমস্ত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসলেই বোঝা যাবে মৃত্যুর কারণ।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে স্কুল, মাসখানেক পরেও বন্ধ পঠন-পাঠন

রুম্পা দাস, নয়া জামানা, বীরভূম ঃ ভোট পর্ব শেষ হয়েছে প্রায় মাসখানেক আগে। গ্রীষ্মাবকাশও কেটে গিয়েছে। জেলার অন্যান্য স্কুলে স্বাভাবিকভাবে পঠন-পাঠন শুরু হলেও ব্যতিক্রম নানুর টিকেএম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর অস্থায়ী শিবির হিসেবে স্কুল ভবন ব্যবহৃত হওয়ায় এখনও শুরু করা যায়নি শ্রেণি-পাঠ। ফলে দীর্ঘদিন বিদ্যালয় থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হচ্ছে শতাধিক ছাত্রী। প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষাও এখনও নেওয়া সম্ভব হয়নি। পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যেও। গ্রীষ্মাবকাশের পর গত সোমবার নতুন উদ্যমে স্কুলে এসেছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী মাসুদা সুলতানা এবং নবম শ্রেণির অর্শিয়া রজকসহ অনেকেই। কিন্তু স্কুলের মূল ফটক থেকেই ফিরে যেতে হয় তাদের।বিদ্যালয় চত্বরে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর অবস্থান থাকায় ক্লাস শুরু করা সম্ভব হয়নি।ক্ষোভ উগরে দিয়ে মাসুদা ও অর্শিয়ারা জানায়, অনেকদিন স্কুলে যেতে

পারছি না।পরীক্ষাও হয়নি। বাড়িতে পড়াশোনায় মন বসছে না। কবে আবার স্বাভাবিকভাবে ক্লাস শুরু হবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছি।একই সুর অভিভাবকদের গলাতেও। অভিভাবক কাজী গোলাম মেহবুব ও মৌসুমী রজক বলেন, মাসের পর মাস স্কুল বন্ধ থাকায় পড়ুয়াদের পড়াশোনার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার প্রয়োজন হলে অন্যত্র ব্যবস্থা করা হোক। অবিলম্বে বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন চালু করতে হবে।বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা শেলী রায় জানান, বিষয়টি ইতিমধ্যেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানানো হয়েছে। দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাসও মিলেছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পঠন-পাঠন বন্ধ রয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষাও নেওয়া সম্ভব হয়নি। এতে ছাত্রীদের শিক্ষাজীবনে প্রভাব পড়ছে।অন্যদিকে নানুর ব্লক প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকেই স্কুল ভবন খালি করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। প্রশাসনের এই আশ্বাসে কিছুটা আশাবাদী স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকেরা। তবে যত দ্রুত সম্ভব বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন শুরু হোক, সেই দাবিতেই সরব সকলেই।দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত হচ্ছে। প্রশাসনের আশ্বাস কত দ্রুত বাস্তবায়িত হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে নানুর টিকেএম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকেরা।

নদিয়া ও বীরভূম জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 6

যুগান্তকারী আবিষ্কার, একই সূচকে মাপা যাবে শহরের তাপ ও দূষণের যৌথ কোপ

নয়া জামানা ।। বর্ধমান

ভয়ানক বায়ুদূষণে দীর্ঘদিন ধরেই কাবু দেশের রাজধানী দিল্লি। তবে শুধু দিল্লিই নয়, পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুর, হলদিয়া, কলকাতা কিংবা আসানসোলের মতো শিল্পনগরীগুলির পরিস্থিতিও ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। আগামীদিনে এই শহরগুলির অবস্থাও যাতে দিল্লির মতো ভয়াবহ না হয়, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বারবার সতর্ক করছেন। এর ওপর আবার দোসর হিসেবে হাজির হচ্ছে 'সুপার এল নিনো'। স্বাভাবিকভাবেই আবহাওয়ার এই জোড়া ফলা রুখতে নিরন্তর গবেষণা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

তবে যেকোনো বিপদ মোকাবিলার প্রথম শর্তই হলো তাকে আগাম আঁচ করা। ঠিক এই কাজটিই এবার সফলভাবে করে দেখালেন খড়্গপুর আইআইটির 'সেন্টার ফর ওসান, রিভার, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্স' (কোরাল)-এর একদল গবেষক ও বিজ্ঞানী। শহরের ক্রমবর্ধমান দূষণ ও তাপমাত্রা নিখুঁতভাবে পরিমাপ করার জন্য তাঁরা তৈরি করেছেন একটি অভিনব ইনডেক্স বা সূচক। জলবায়ু ও আবহাওয়ার গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কারকে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত কোনো শহরের তাপ এবং দূষণের মাত্রা আলাদা আলাদাভাবে পরিমাপ করা হতো। কিন্তু খড়্গপুর আইআইটির বিজ্ঞানীদের তৈরি এই নতুন সূচকের সাহায্যে এবার থেকে দুটির সম্মিলিত প্রভাব এবং তার ফলে মানুষের স্বাস্থ্য-ঝুঁকি ঠিক কতটা, তা একযোগে নির্ণয় করা সম্ভব হবে। 'কোরাল'-এর অধ্যাপক জয়নারায়ণ কুট্টিপ্পুরাথ এবং গবেষক ভি কে প্যাটেলের নেতৃত্বে সম্প্রতি এই বিশেষ গবেষণাটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। তাঁদের এই গবেষণাপত্রটি 'কেস স্টাডিজ ইন কেমিক্যাল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং' নামক একটি বিখ্যাত আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। গবেষকদের মতে, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের খেসারত দিতে হচ্ছে শহরবাসীকে। এর ফলে শহরে তাপপ্রবাহ এবং দূষণের মাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। বাস্তবে এই দুই সমস্যার মিলিত প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। এই প্রথমবার শহুরে তাপ এবং দূষণের স্বাস্থ্য-ঝুঁকিকে একসঙ্গে জুড়ে এই নতুন সূচকটি তৈরি করা হয়েছে। এই গবেষণায় মূলত রাজধানী দিল্লির পরিস্থিতিকে উদাহরণ হিসেবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। সমীক্ষায় স্পষ্ট ধরা পড়েছে যে, মধ্য, পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মতো অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে এই নতুন সূচকের মাত্রা সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ, ওইসব এলাকায় বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি সবচেয়ে মারাত্মক। অন্যদিকে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির মতো তুলনামূলকভাবে সবুজ এবং কম জনবহুল এলাকায় এই সূচকের মাত্রা অনেকটাই কম পাওয়া গিয়েছে। বিজ্ঞানীদের আশা, ভবিষ্যতে সুরক্ষিত ও পরিবেশবান্ধব নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই নতুন সূচকটি অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

বিধায়কের কার্যালয়ে সরকারি ত্রাণ মজুতের অভিযোগ, খণ্ডঘোষে বিজেপির পথ অবরোধ

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে তৃণমূল বিধায়ক নবীন চন্দ্র বাগের কার্যালয় ও একাধিক গোডাউনে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত করে রাখার অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। বিধায়ককে অবিলম্বে গ্রেফতার এবং ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের দাবিতে শনিবার বর্ধমান-বাঁকুড়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে খণ্ডঘোষের পাঠানপাড়া এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এবং যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, বিধায়কের মদতে চারটি গোডাউনে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিধায়কের কার্যালয়ে বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্ম চলত বলেও দাবি করেন বিজেপি নেতা তাপস মল্লিক। বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, বালি খাদান থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি এবং চাকরি দেওয়ার নামে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক। তৃণমূলেরই প্রাক্তন এক ব্লক সভাপতির পুরনো বয়ানকে হাতিয়ার করে এদিন সরব হন আন্দোলনকারীরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। বিক্ষোভকারীদের দাবি, অবিলম্বে বিডিও এবং পুলিশ প্রশাসনকে ওই গোডাউনগুলি খুলে ত্রাণ সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে হবে। দীর্ঘক্ষণ পথ অবরোধ ও প্রতিবাদের পর, স্থানীয় বিডিও পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় এবং বিজেপির পক্ষ থেকে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

কলকাতার বাইরে প্রথমবার, বর্ধমানে শুরু হল রাজ্য সিনিয়র দাবার আসর

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিমবঙ্গের দাবা ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির গড়ে শনিবার বর্ধমানে শুরু হল ৬৩তম সিনিয়র পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ফিডে রেটেড দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। গত ৬৩ বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথমবার রাজ্যের এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্ট কলকাতার বাইরে কোনো জেলায় আয়োজিত হচ্ছে। বর্ধমানের ম্যাগনাস গ্লোবাল স্কুলে আয়োজিত এই বিশেষ প্রতিযোগিতাটি আগামী ১০ জুন পর্যন্ত চলবে। সারা বাংলা দাবা সংস্থার সহযোগিতায় এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টে সাড়া ফেলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রেকর্ড সংখ্যক ২৮২ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলা দাবা সংস্থার সম্পাদক অসিতবরণ চৌধুরী, জেলা দাবা সংস্থার সভাপতি মইনুদ্দিন চৌধুরী (সজল), সম্পাদক রাজেশ সুরানা ও মহেন্দর সিং সালুজার মতো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। অতিথিরা প্রতীকী দাবা বোর্ডে চাল দিয়ে এই প্রতিযোগিতার সূচনা করেন। সংশ্লিষ্ট কর্তারা জানান, কলকাতার বাইরে এত বড় মাপের ফিডে রেটিং প্রতিযোগিতায় এই বিপুল সংখ্যার অংশগ্রহণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই আয়োজন শিশু ও যুবসমাজের মধ্যে একাগ্রতা, শৃঙ্খলা ও কৌশলগত চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে যেমন সাহায্য করবে, তেমনই বর্তমান প্রজন্মের মোবাইল আসক্তি কমাতেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। আগামী ১০ জুন প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দাবার আসরের সমাপ্তি ঘটবে।

বর্ধমানে ক্লাব ও চণ্ডীমন্দির দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত একাধিক

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান পৌরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের লাকুডি বাউরীপাড়ায় একটি ক্লাব ও পুরনো চণ্ডীমন্দিরের দখলকে কেন্দ্র করে শনিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এই দুই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এলাকার দুটি পক্ষের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিরোধ চলছিল। শনিবার সেই বিবাদ চরম রূপ ধারণ করলে দু'পক্ষের মধ্যে প্রথমে তুমুল বচসা এবং পরে তা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে একে অপরের ওপর চড়াও হওয়ায় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা গুরুতর আহত হয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের অভিযোগ, সম্প্রতি শাসকদল তৃণমূল ছেড়ে কিছু ব্যক্তি বিজেপিতে যোগ দিয়ে জোরপূর্বক ক্লাব ও মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করলে এই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। অবশ্য অপর পক্ষ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। ঘটনার খবর পেয়েই বর্ধমান থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এলাকা থেকে বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পরিস্থিতি থমথমে থাকায় এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

হারানো মোবাইল ফিরিয়ে নজির গড়ল মন্তেশ্বর থানার পুলিশ

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল ফিরে পাওয়ার আশা যখন প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন সাধারণ মানুষ, ঠিক তখনই এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়ে নজির গড়ল পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বর থানার পুলিশ প্রশাসন। মন্তেশ্বর সহ ভাতার, বর্ধমান, কাটোয়া ও মেমারি থানার বিভিন্ন এলাকা থেকে খোয়া যাওয়া মোট ৬০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তা আসল মালিকদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সাম্প্রতিককালে বিভিন্ন কাজের সূত্রে এসে বহু মানুষের মোবাইল ফোন হারিয়ে বা চুরি হয়ে গিয়েছিল। থানায় অভিযোগ জমা পড়ার পরেই কালনার এসডিপিও এবং মন্তেশ্বর থানার আইসি-র নেতৃত্বে ও সাইবার সেলের সহযোগিতায় বিশেষ তদন্ত শুরু হয়। ফোনের আইএমইআই নম্বর ট্র্যাক করে একে একে ৬০টি মোবাইল উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। মন্তেশ্বর থানার আইসি জানান, অপরাধ দমন ও নিরাপত্তার পাশাপাশি মানুষের মূল্যবান সামগ্রী ফিরিয়ে দেওয়াও পুলিশের দায়িত্ব। পুলিশের এই সক্রিয় ও জনমুখী ভূমিকায় দারুণ খুশি এলাকার বাসিন্দারা।

পাণ্ডবেশ্বরে ত্রাণ কেলেঙ্কারি, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের গোডাউন থেকে বিপুল ত্রিপল উদ্ধার

সীতারাম মুখার্জি, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ও হাজার হাজার ত্রিপল উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শুক্রবার সুভাষ কলোনি এলাকার ওই গোডাউনে তল্লাশি চালিয়ে গরীব মানুষের জন্য বরাদ্দ এই সামগ্রী উদ্ধার হয়। এর পাশাপাশি গোডাউন সংলগ্ন একটি বিলাসবহুল শয়নকক্ষ থেকে আপত্তিকর জিনিসও মিলেছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক দলের অন্দরেই চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং দলেরই একাংশ প্রাক্তন বিধায়কের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন। একসময়ের ঘনিষ্ঠ তথা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুজিত মুখোপাধ্যায় প্রাক্তন বিধায়ককে ক্ষুদ্রচরিত্রহীনক্ষুদ্র বলে কটাক্ষ করে অবিলম্বে দল থেকে বহিষ্কারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, ছোরা পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ জুম্মান অভিযোগ করেন, চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে তাঁদের পঞ্চায়েত থেকে গরীবদের বহু ত্রিপল চুরি হয়েছিল। তাঁর দাবি, এই ত্রাণ সামগ্রী পাচারের উদ্দেশ্যে প্রাক্তন বিধায়কের গোডাউনে মজুত করা হতো। এই মর্মে তিনি ছোরা পঞ্চায়েত প্রধান চরিত্র পাসোয়ান, তৃণমূল নেতা ইন্দ্রদেব পাসোয়ান ও যুবনেতা নিতাই মন্ডলের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত প্রাক্তন বিধায়কের কোনো প্রতিক্রিয়া না মিললেও, পুলিশ ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত শুরু করেছে।

পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বরে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক তথা জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর গোডাউন থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী ও হাজার হাজার ত্রিপল উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বেনারস থেকে হাওড়াগামী ট্রেনে তল্লাশি, রানিগঞ্জে ৯৫টি কচ্ছপ সহ গ্রেফতার পাচারকারী

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায় বেআইনিভাবে কচ্ছপ পাচারের ছক বানচাল করল রেল পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার দিল্লি-হাওড়া পূর্বা এক্সপ্রেসে অভিযান চালায় অন্ডাল জিআরপি-র একটি দল। ট্রেনটি যখন রানিগঞ্জ স্টেশনের কাছাকাছি, তখন এক যাত্রীর আচরণে সন্দেহ হয় পুলিশের। তার কাছে থাকা কয়েকটি বস্তা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে কোনো সদুত্তর দিতে পারেনি। তল্লাশি চালিয়ে ওই বস্তাগুলি থেকে ৯৫টি কচ্ছপ উদ্ধার করে পুলিশ। আটক করা হয় ববি নামে বেনারসের বাসিন্দা ওই পাচারকারীকে। তাকে রানিগঞ্জ স্টেশনে নামিয়ে অন্ডাল থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং রাতেই গ্রেফতার করা হয়। ধৃত জানায়, বেনারস থেকে এক ব্যক্তি তাকে এই কচ্ছপগুলি হাওড়ায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিল। শনিবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধার হওয়া কচ্ছপগুলি বন দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে কোনো বড়সড় আন্তঃরাজ্য পাচার চক্র জড়িত রয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। মূল চক্রীদের খোঁজে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আবাসের টাকা ফেরতের দাবিতে ভাতার থানায় গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ

নয়া জামানা, ভাতার ঃ আবাস যোজনার ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে নেওয়া কাটমানির টাকা ফেরতের দাবিতে শনিবার বিকেলে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার থানায় ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে ভাতার থানার অন্তর্গত নিত্যানন্দপুর অঞ্চলের কালীপাহাড়ি গ্রামে। বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এলাকার বেশ কিছু তৃণমূল নেতাকর্মী গরীব মানুষদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের কাটমানি নিয়েছেন। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল বা পটপরিবর্তন ঘটতেই এই কাটমানি দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্লকে ব্লকে জনরোষ আছড়ে পড়ছে। এদিন কালীপাহাড়ি গ্রামের মানুষজন সরাসরি নিত্যানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এবং ভাতার পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কাটমানি নেওয়ার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তোলেন। টাকা ফেরতের দাবিতে গ্রামবাসীরা ভাতার থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেন। পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা ভাতার থানা এলাকায় বর্তমানে তীব্র চাঞ্চল্য ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

বারাবনিতে উল্টে গেল লিকুইড বারুদ বোঝাই ট্যাঙ্কার, অল্পের জন্য রক্ষা

নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ পশ্চিম বর্ধমানের বারাবনি বিধানসভার পানুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মলডাঙ্গার কাছে ভোর ৫টা নাগাদ একটি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। বীরভূম থেকে ঝাড়খণ্ডের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে প্রায় ৯ টন তরল বারুদ বোঝাই একটি ট্যাঙ্কার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে উল্টে যায়। জানা গেছে, সামনে থাকা একটি গাড়িকে বাঁচাতে গিয়েই এই বিপত্তি ঘটে। ঘটনার খবর পেয়েই দ্রুত তৎপরতার সাথে বারাবনি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ক্রেন এনে উল্টে যাওয়া ট্যাঙ্কারটিকে সোজা করা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। দুর্ঘটনায় ট্যাঙ্কারের চালক ও খালাসি সম্পূর্ণ অক্ষত রয়েছেন। তবে প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, গাড়িটি উল্টে যাওয়ার ফলে প্রায় এক টন তরল বারুদ নষ্ট হয়েছে। জনবহুল এলাকার কাছে বারুদ বোঝাই ট্যাঙ্কার উল্টে যাওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়। যদিও পুলিশের
সময়োপযোগী ভূমিকার কারণে কোনো বিস্ফোরণ বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পূর্ব বর্ধমান ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন। যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

জঙ্গলমহল
নয়া জামানা

আগাছার আড়ালে হারাচ্ছে ইতিহাস! ধ্বংসের মুখে ওন্দার হাজার বছরের সোনাতপল সূর্যমন্দির

রাখি গরাই,নয়া জামানা,বিষ্ণুপুর ঃ বাঁকুড়া জেলার ওন্দা ব্লকের ঐতিহাসিক সোনাতপল সূর্যমন্দির আজ চরম অবহেলা ও অযত্নের শিকার।

হাজার বছরের প্রাচীন এই স্থাপত্য নিদর্শন ধীরে ধীরে জঙ্গল, আগাছা এবং সময়ের ক্ষয়ে হারিয়ে যেতে বসেছে। রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় দপ্তরের তালিকাভুক্ত পুরাকীর্তি হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে এর সংস্কার বা সংরক্ষণের তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। ওন্দা ব্লকের সানতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সোনাতপল গ্রামে, দ্বারকেশ্বর নদের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত এই প্রাচীন স্থাপত্যটি। লালমাটির রাস্তা ও বিস্তীর্ণ ধানখেত পেরিয়ে পৌঁছাতে হয় মন্দির প্রাঙ্গণে। প্রায় ৬০ ফুট উঁচু এই রেখ দেউল স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত মন্দিরটি পোড়ামাটি ও টেরাকোটা কারুকার্যের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত। জেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবেই এর পরিচিতি রয়েছে। মন্দিরটির প্রকৃত পরিচয় নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ একে সূর্যমন্দির, কেউ আবার জৈন বা বৌদ্ধ স্থাপত্যের নিদর্শন বলে মনে করেন। তবে অতীতে এখান থেকে সূর্যদেবের একটি মূর্তি উদ্ধার হওয়া এবং মন্দিরটির পূর্বমুখী অবস্থানের কারণে এটি 'সূর্যমন্দির' নামেই অধিক পরিচিত। বর্তমানে মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি শিবলিঙ্গও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মন্দিরের গায়ে গাছপালা জন্মে স্থাপত্যের ক্ষতি করছে। চারপাশে আগাছা ও ঝোপঝাড়ে ভরে যাওয়ায় সৌন্দর্য যেমন নষ্ট হচ্ছে, তেমনই বাড়ছে ক্ষয়ের আশঙ্কা। পর্যটকদের জন্য নেই উন্নত রাস্তা, পানীয় জল বা বিশ্রামের কোনো ব্যবস্থা। ঐতিহ্যপ্রেমী মানুষ ও এলাকার বাসিন্দারা দ্রুত সরকারি হস্তক্ষেপ, বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ এবং পর্যটন পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আশঙ্কা, এখ নই উদ্যোগ না নেওয়া হলে বাঁকুড়ার এই অমূল্য ঐতিহ্য একদিন ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে।

মন্ত্রী হয়ে প্রথমবার সোনামুখীতে দিবাকর ঘরামী, বাইক র‍্যালি ও সংবর্ধনায় উচ্ছ্বাসে ভাসল এলাকা

রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রথমবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র সোনামুখীতে পা রাখতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল গোটা এলাকা। নবনিযুক্ত মন্ত্রী দিবাকর ঘরামীকে স্বাগত জানাতে শনিবার সকাল থেকেই রসুলপুর ও সংলগ্ন এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। দলীয় কর্মী-সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষ; সকলেই ঘরের ছেলেকে একনজর দেখার জন্য ভিড় জমান। বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ মন্ত্রীর কনভয় রসুলপুরে পৌঁছাতেই শুরু হয় উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ। ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি, ফুলের মালা এবং স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক।

নয়া জামানা , বিষ্ণুপুর ঃ রাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর প্রথমবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র সোনামুখ ীতে পা রাখতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল গোটা এলাকা। নবনিযুক্ত মন্ত্রী দিবাকর ঘরামীকে স্বাগত জানাতে শনিবার সকাল থেকেই রসুলপুর ও সংলগ্ন এলাকায় উৎসবের আবহ তৈরি হয়। দলীয় কর্মী-সমর্থক থেকে সাধারণ মানুষ; সকলেই ঘরের ছেলেকে একনজর দেখার জন্য ভিড় জমান। বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ মন্ত্রীর কনভয় রসুলপুরে পৌঁছাতেই শুরু হয় উচ্ছ্বাসের বিস্ফোরণ। ঢাকের বাদ্যি, শঙ্খধ্বনি, ফুলের মালা এবং স্লোগানে মুখর হয়ে ওঠে চারদিক।

হাজার হাজার কর্মী-সমর্থক তাঁকে শুভেচ্ছা জানাতে রাস্তায় নেমে আসেন। অনেক সাধারণ মানুষও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ফুল ছিটিয়ে ও করতালির মাধ্যমে নতুন মন্ত্রীকে অভিনন্দন জানান। এরপর রসুলপুর থেকে একটি বিশাল বাইক র ্যালি বের হয়। মন্ত্রী দিবাকর ঘরামীকে সঙ্গে নিয়ে সেই র ্যালি কাকরডাঙ্গা হয়ে সোনামুখী এবং সেখান থেকে নিত্যানন্দপুর মিনি মার্কেট পর্যন্ত পৌঁছায়। মিনি মার্কেট চত্বরে বিশেষ মঞ্চ তৈরি করে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। উপস্থিত জনতার ভিড়ে অনুষ্ঠানস্থল কার্যত জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

সংবর্ধনা মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে দিবাকর ঘরামী বলেন, তআপনাদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসার কারণেই আজ আমি এই দায়িত্ব পেয়েছি। মন্ত্রিত্ব আমার কাছে ক্ষমতার প্রতীক নয়, মানুষের সেবার সুযোগ। আগামী দিনে রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করব।দ নিজের জীবন সংগ্রামের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তআমি একজন কৃষক পরিবারের সন্তান। কৃষিকাজের পাশাপাশি দীর্ঘদিন দলীয় কাজ করেছি। দল আমাকে যে সম্মান দিয়েছে, তার মর্যাদা রাখার চেষ্টা করব।দ নতুন মন্ত্রীর এই প্রথম সফরকে ঘিরে সোনামুখী জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয় এবং উন্নয়নের নতুন আশায় মুখর হয়ে ওঠেন এলাকার মানুষ।

মানবতার টানে রক্তদান, কেরানীচটি নাগরিক সমিতির শিবিরে রক্ত দিলেন ৭৭ জন

নয়া জামানা , পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা ও মানবসেবার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে কেরানীচটি নাগরিক সমিতির উদ্যোগে শনিবার অনুষ্ঠিত হলো দশম বর্ষের স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত কেরানীচটি সবজি বাজার প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই শিবিরে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এলাকার সাধারণ মানুষ। শিবিরে মোট ৭৭ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করে মানবিকতার উজ্জ্বল নজির স্থাপন করেন। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রীষ্মকালে বিভিন্ন হাসপাতাল ও ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। সেই প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখেই প্রতি বছরের মতো এবারও এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রক্তদানকে কেন্দ্র করে সকাল থেকেই এলাকায় ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। তরুণ-তরুণীদের পাশাপাশি বিভিন্ন বয়সের মানুষও স্বতঃস্ফূর্তভাবে

অংশ নেন। এই মহতী কর্মসূচির আয়োজনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় কলকাতার স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'উই ফর অল'। শিবিরে উপস্থিত অতিথিরা রক্তদাতাদের উৎসাহিত করেন এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে রক্তদানের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব প্রণব চক্রবর্তী, অধ্যক্ষ সত্যব্রত দোলোই, সময় বাংলার কর্ণধার জয়ন্ত মণ্ডল, সমাজকর্মী কুণাল ব্যানার্জী, নৃত্যশিল্পী ঈশিতা চ্যাটার্জী, রাজনারায়ণ দত্ত, শ্রাবণী দত্ত, সমাজকর্মী সুরজিৎ দাস, সম্বরণ সামন্ত, সুদীপ কুমার খাঁড়া, সুমন চ্যাটার্জী এবং কৌস্তভ ভট্টাচার্য-সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আয়োজকদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন নেপাল ভূঁইয়া, কার্তিক সিং, শিবু গোস্বামী, সুব্রত দত্ত এবং শতাব্দী চক্রবর্তী গোস্বামী প্রমুখ। সফলভাবে দশম বর্ষের এই রক্তদান শিবির সম্পন্ন হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করেন আয়োজকরা।

রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা, তমলুকে 'কবি প্রণাম'-এ ভিড় সাধারণ মানুষের

অরুণ কুমার সাউ,নয়া জামানা, তমলুক ঃ বর্তমান সমাজে নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধের ক্রমাবনতি রোধে মনীষীদের জীবনদর্শন ও আদর্শকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তমলুকে অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'কবি প্রণাম'। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে 'মদ বিরোধী নাগরিক কমিটি'। শনিবার বিকেল থেকে তমলুকের পুরনো রেজিস্ট্রি অফিসের সামনে জমে ওঠে এই বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক আসর। রবীন্দ্র-নজরুল স্মরণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে এলাকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু মানুষ উপস্থিত হন। শিশু, কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে প্রবীণরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনা। বিভিন্ন বয়সের শিল্পীরা নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরে

দর্শকদের মুগ্ধ করেন। রবীন্দ্র ও নজরুলের সৃষ্টির মাধ্যমে মানবতা, সাম্য, সম্প্রীতি এবং সামাজিক সচেতনতার বার্তা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক উদ্দীপ্ত পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়ে যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের চিন্তাধারা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। তাঁদের সাহিত্য ও জীবনদর্শন নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া জরুরি। কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা শিক্ষক শম্ভু মান্না বলেন, তসমাজে যে নৈতিক অবক্ষয় ক্রমশ বাড়ছে, তা প্রতিরোধে মনীষীদের জীবনচর্চার বিকল্প নেই।দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় কর, নিতাই প্রামাণিক, গীতা কর-সহ অন্যান্য সদস্যরা। সমগ্র অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গৌতম ঘোষ। সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত ও সফল হয়ে ওঠে।

মাতাকে রাষ্ট্রমাতার মর্যাদা' দাবিতে মানবাজারে সাংগঠনিক বৈঠক, শুরু স্বাক্ষর অভিযান

নয়া জামানা , মানবাজার ঃ আসন্ন 'গৌ সম্মান দিবস'-কে সামনে রেখে মানবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। শনিবার মানবাজার শহরে আয়োজিত এই বৈঠকে মানবাজার-১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে গৌরক্ষা, গো-হত্যা বন্ধ এবং গো মাতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবিকে সামনে রেখে আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশজুড়ে 'গো সম্মান আহ্বান অভিযান'-এর অংশ হিসেবে বিভিন্ন ব্লক ও এলাকায় ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি দাবির পক্ষে জনমত গড়ে তোলা। মানবাজার-১ নম্বর ব্লকের প্রভারী রানা বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠকে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, তআরা দেশে গো-হত্যা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হওয়া উচিত। পাশাপাশি গো মাতাকে রাষ্ট্রমাতার সম্মান দেওয়ার দাবিও আমরা তুলে ধরছি। এই বিষয়গুলি নিয়ে মানুষের সমর্থন

আসন্ন 'গৌ সম্মান দিবস'-কে সামনে রেখে মানবাজারে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠক। শনিবার মানবাজার শহরে আয়োজিত এই বৈঠকে মানবাজার-১ নম্বর ব্লকের বিভিন্ন স্তরের কার্যকর্তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে গৌরক্ষা, গো-হত্যা বন্ধ এবং গো মাতাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবিকে সামনে রেখে আগামী দিনের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আদায়ের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছে।দ তিনি আরও জানান, বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত স্বাক্ষর একত্রিত করে একটি স্মারকলিপি তৈরি করা হবে। আগামী ২৭ জুলাই সেই স্মারকলিপি জেলার প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে একই দাবিপত্র রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। বৈঠকে উপস্থিত কার্যকর্তারা আগামী দিনে গ্রাম ও শহরের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার অভিযান, জনসংযোগ কর্মসূচি এবং স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিনের বৈঠকে সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হয়। উপস্থিত সদস্যরা এই দাবিগুলির সমর্থনে বৃহত্তর জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

সবুজসাথীর সাইকেল বিক্রির অভিযোগে তোলপাড় কেশিয়াড়ী, স্কুলে বিক্ষোভ, তদন্তে পুলিশ

ভরত বেরা,নয়া জামানা,পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ সরকারি 'সবুজসাথী' প্রকল্পের সাইকেল বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ীর গগনেশ্বর হাইস্কুল এলাকা। অভিযোগের তীর বিদ্যালয়ের এক পিয়ন ও প্রধান শিক্ষকের দিকে। ঘটনাকে ঘিরে শনিবার সকাল থেকে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার এলাকার এক বাসিন্দার বাড়িতে একাধিক সবুজসাথী প্রকল্পের সাইকেল মজুত রয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকার মানুষ ওই ব্যক্তির কাছে সাইকেলগুলির উৎস সম্পর্কে জানতে চান। অভিযোগ, তিনি জানান যে সাইকেলগুলি স্থানীয় দু'টি সাইকেল দোকানে বিক্রি করা হয়েছে। এরপর খবর পেয়ে কেশিয়াড়ী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সংশ্লিষ্ট সাইকেল দোকানের

মালিকদের জিজ্ঞাসাবাদ করে। সূত্রের দাবি, দোকানদাররা জানিয়েছেন যে বিদ্যালয়ের দুই কর্মী তাঁদের কাছে ওই সাইকেলগুলি বিক্রি করেছিলেন। যদিও এই দাবির সত্যতা এখনও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। ঘটনার প্রতিবাদে শনিবার সকালে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা গগনেশ্বর হাইস্কুলের গেটে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ সরকারি প্রকল্পের সামগ্রী যদি বিক্রি হয়ে থাকে, তবে তা অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তোলেন বিক্ষোভকারীরা। এদিকে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বও ঘটনার তীব্র সমালোচনা করে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তদন্তের ফলাফলের দিকেই এখন তাকিয়ে এলাকাবাসী।

বলরামপুরে সেগুন কাঠ পাচারের ছক ভেস্তে দিল পুলিশ, গাড়ি-সহ গ্রেফতার চালক

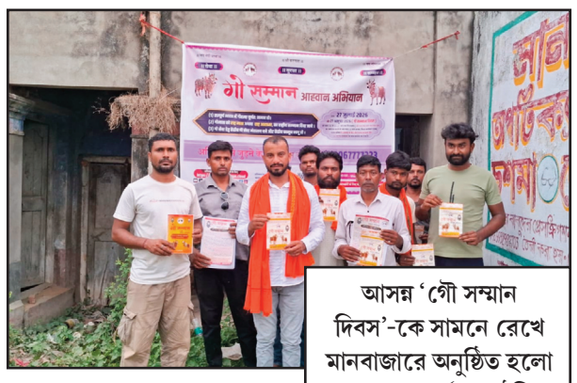

জয়শ্রী দে,নয়া জামানা,পুরুলিয়া ঃ গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে অবৈধ সেগুন কাঠ পাচারের একটি বড়সড় চক্রের হদিস পেল বলরামপুর থানার পুলিশ। অভিযানে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠ উদ্ধার করা হয়েছে। পাশাপাশি কাঠবোঝাই একটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে চালক কর্মু মাহাতোকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতকে আদালতের নির্দেশে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫ ও ৬ জুনের মধ্যবর্তী রাতে বলরামপুর থানার একটি বিশেষ দল এলাকায় নজরদারি চালাচ্ছিল। সেই সময় পতিডি গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় একটি সন্দেহজনক সাদা রঙের টাটা এস গাড়িকে আটক করা হয়। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সেগুন কাঠের গুঁড়ি উদ্ধার

করেন পুলিশ আধিকারিকরা। তদন্তকারীরা গাড়ির চালকের কাছে কাঠ পরিবহণের বৈধ নথিপত্র দেখ তে চাইলে তিনি কোনও সন্তোষজনক কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বলে অভিযোগ। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে কর্মু মাহাতোকে গ্রেফতার করা হয় এবং কাঠসহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এই কাঠগুলি অবৈধভাবে পাচারের উদ্দেশ্যে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে বলরামপুর থানার পুলিশ। শনিবার ধৃতকে পুরুলিয়া আদালতে তোলা হলে বিচারক তদন্তের স্বার্থে তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। বর্তমানে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সম্ভাব্য পাচারচক্রের অন্যান্য সদস্য এবং কাঠের উৎস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে। পুলিশের এই অভিযানে এলাকায় অবৈধ কাঠ পাচার রোধে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য মিলেছে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

রক্তদান শিবিরে উৎসবের আবহ, সম্মানিত 'জলকন্যা' আফরিন জাবি

নয়া জামানা , মেদিনীপুর ঃ গ্রীষ্মকালে রক্তের সংকট মোকাবিলায় সামাজিক দায়বদ্ধতার বার্তা নিয়ে ফের এগিয়ে এলো সিপিআইএম-এর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি।

শনিবার মেদিনীপুর শহরের মীরবাজার এলাকার কৃষক ভবনে আয়োজিত এক বৃহৎ স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে দুই শতাধিক রক্তদাতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ৩২ জন ছিলেন মহিলা রক্তদাতা। সকাল থেকেই শিবির প্রাঙ্গণে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ এবং রক্তদাতাদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এই রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মেদিনীপুরের গর্ব, ইংলিশ চ্যানেল ও পক প্রণালী জয়ী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাঁতারু আফরিন জাবি। অনুষ্ঠানে তাঁকে বিশেষ সংবর্ধনা জানায় সিপিআইএম নেতৃত্ব। পাশাপাশি তাঁর আগামী ক্যাটালিনা প্রণালী জয়ের লক্ষ্যে অভিযানের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়ে ১০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বি. বি. মণ্ডল, আফরিনের পিতা ও সমাজকর্মী পিয়ার আলি, সিপিআইএম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক বিজয় পাল, প্রাক্তন জেলা সম্পাদক তরুণ রায়, রাজ্য কমিটির সদস্য তাপস সিনহা এবং রাজ্য কমিটির সদস্যা গীতা হাঁসদা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

মেদিনীপুর শহর ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষ এই মানবিক উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন। সংগৃহীত রক্ত সংগ্রহ করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড সেন্টার কর্তৃপক্ষ। অনুষ্ঠানের সূচনায় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন গণনাট্য সংঘের শিল্পীরা। মানবসেবার এই উদ্যোগকে ঘিরে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা।

ঝাড়গ্রাম,বাঁকুড়া,পুরুলিয়া,পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 8

হিসাব চাওয়ার সভায় কালবৈশাখীর হানা, ঝড় -বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল বৈঠক

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমায় মেলা কমিটির আর্থিক হিসাব নিয়ে ডাকা জনসভা শেষ পর্যন্ত প্রকৃতির রুদ্ররূপের সামনে হার মানল। শনিবার দুপুরে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা, যেখানে পুরনো শিবমন্দির মেলা কমিটির আয়-ব্যয়ের হিসাব জনসমক্ষে তুলে ধরার দাবি জানিয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারা। কিন্তু সভা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই কালবৈশাখীর তাণ্ডবে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। দুপুর প্রায় ১২টা নাগাদ আচমকাই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায়। শুরু হয় প্রবল ঝোড়ো হাওয়া, বজ্রপাত এবং মুষলধারে বৃষ্টি। মুহূর্তের মধ্যে সভাস্থলে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে উপস্থিত মানুষজন দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে যান। ফলে নির্ধারিত আলোচনা আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মেলা কমিটির আর্থিক লেনদেন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই প্রশ্ন উঠছিল। সেই কারণেই এলাকার বহু মানুষ এদিন সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন। তবে ঝড়ের কারণে কোনও সিদ্ধান্ত বা আলোচনা সম্পূর্ণ করা যায়নি। এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আগে থেকেই বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু আকস্মিক আবহাওয়ার পরিবর্তনে প্রশাসনের সদস্যরাও বিপাকে পড়েন। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে এত তীব্র বজ্রপাত ও ঝড় খুব কমই দেখা গিয়েছে। যদিও ঝড় কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক তৈরি করেছিল, তবুও দীর্ঘদিনের অসহনীয় গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি পাওয়ায় খুশি সুন্দরবনবাসী। তবে সভা ভেস্তে যাওয়ায় মেলা কমিটির হিসাব-নিকাশ নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কের নিষ্পত্তি আপাতত অনিশ্চিতই থেকে গেল।

সন্দেশখালিতে পুকুর থেকে অস্ত্রভাণ্ডার উদ্ধার, শাহজাহান ঘনিষ্ঠদের ঘিরে চাঞ্চল্য

নয়া জামানা,সন্দেশখালি ঃ সন্দেশখালিতে ফের সামনে এল অবৈধ অস্ত্র মজুদের চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, দখলদারি ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের অভিযোগে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা সন্দেশখালিতে এবার বড়সড় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করল রাজ্য স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। এই ঘটনাকে ঘিরে এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শনিবার সকালে সন্দেশখালি থানার মণিপুর এলাকায় কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অভিযান শুরু করে এসটিএফ। গোয়েন্দা সূত্রে আগে থেকেই খবর ছিল যে শেখ শাহজাহানের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত তৃণমূল নেতা রবিন দাস ও তাঁর ভাই গোপাল দাসের বাড়ি এবং সংলগ্ন এলাকায় অস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়। তদন্তকারীরা বাড়িতে পৌঁছে ডাকাডাকি করলেও কোনও সাড়া না মেলায় পিছনের দরজা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেন। সেই সময় রবিন দাস পালিয়ে যেতে সক্ষম

হলেও গোপাল দাস-সহ আরও তিনজনকে আটক করা হয়। এরপর বাড়ির আশপাশে তল্লাশি চালানোর সময় পাশের পুকুরে সন্দেহজনক কিছু থাকার সূত্র পেয়ে সেখানে অনুসন্ধান শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই একের পর এক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হতে থাকে। এসটিএফের আইজি গৌরব শর্মা জানান, মোট ১৮টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে ১০টি বড় এবং ৮টি ছোট আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার হয়েছে ৫৬ রাউন্ড তাজা গুলি। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিনের গোয়েন্দা নজরদারি ও তথ্য বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই এই অভিযান সফল হয়েছে। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলি সংঘবদ্ধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মজুত রাখা হয়েছিল। অস্ত্রগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হবে এবং অতীতের কোনও অপরাধে এগুলি ব্যবহার করা হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে জমি দখল, চাঁদাবাজি, রাজনৈতিক হুমকি ও সন্ত্রাসের অভিযোগ ছিল। যদিও অভিযোগগুলির বিচারিক সত্যতা এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবুও অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পুরনো অভিযোগগুলি নতুন করে সামনে এসেছে। এদিকে পলাতক রবিন দাসের খোঁজে একাধিক জায়গায় তল্লাশি শুরু হয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, এই অভিযান শুধু অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা নয়, বরং সন্দেশখালিতে বহুদিন ধরে চলা অপরাধচক্র ও তার শিকড়ের গভীরতা সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আনতে পারে।

গ্রেপ্তারি অভিযান আরও বাড়বে, 'জেলে জায়গা থাকবে না' মন্তব্য দিলীপ ঘোষের

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ রাজ্যে চলতে থাকা দুর্নীতি, তোলাবাজি, প্রতারণা ও বিভিন্ন অপরাধমূলক মামলায় একের পর এক রাজনৈতিক নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের সরব হলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। ব্যারাকপুরের সাহেবগাগানে সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি দাবি করেন, গ্রেপ্তারি অভিযান এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং আগামী দিনে তা আরও বিস্তৃত হবে। দিলীপ ঘোষ বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত এগোচ্ছে। তাঁর কথায়, আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করছে এবং তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম সামনে আসতে পারে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, তএইভাবে অভিযান চলতে থাকলে জেলে আর জায়গা থাকবে না। সেই কারণেই নতুন জেল

তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।দ সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় পুকুর ও জলাশয় থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনাও উল্লেখ করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, প্রশাসন আরও গভীরভাবে তদন্ত করলে ভবিষ্যতে আরও অস্ত্র উদ্ধার হতে পারে। পাশাপাশি তিনি বলেন, আগে অনেক মানুষ অভিযোগ জানাতে ভয় পেতেন, কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে এবং সাধারণ মানুষ সাহস করে তথ্য সামনে আনছেন। মন্ত্রী আরও জানান, বেলডাঙার হিংসার ঘটনাসহ অতীতের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার ফাইল নতুন করে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই সব ঘটনার তদন্তে যদি কোনও অপরাধের প্রমাণ মেলে, তাহলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে।

বারাসতে ফের বিজেপি নেতার উপর হামলার অভিযোগ, আক্রান্ত প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে ফের বিজেপি নেতার উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। এবার আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি তাপস মিত্র। শুক্রবার সন্ধ্যায় বারাসতের শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাড়িতে পুজোর নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন তাপস মিত্র। অভিযোগ, সেখানে উপস্থিত থাকা কয়েকজন যুবক আচমকাই তাঁকে ঘিরে বচসা শুরু করেন।

পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর আরও কয়েকজন সেখানে জড়ো হন এবং তাপস মিত্রকে ধাক্কাধাক্কি ও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বারাসত থানার পুলিশ। পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং তাপস মিত্রকে নিরাপদে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। পরে তিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তাপস মিত্র দাবি করেছেন, তিনি একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। সেই সময় হঠাৎ করেই একদল যুবক তাঁর উপর চড়াও হয়। ধাক্কাধাক্কির জেরে তাঁর চশমা ভেঙে যায় বলেও তিনি অভিযোগ করেছেন। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার পিছনে কারা জড়িত এবং কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বারাসতে বিজেপি নেতা রাজীব পোদ্দারের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের এক বিজেপি নেতার উপর হামলার অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে সরকারি ত্রাণের পাহাড়! সরিষায় তীব্র রাজনৈতিক তরজা

গোপাল শীল,নয়া জামানা,দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার মহকুমার সরিষা পঞ্চায়েত এলাকায় এক তৃণমূল নেতার বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধারের অভিযোগকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর। সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ সামগ্রী কীভাবে একটি ব্যক্তিগত বাড়িতে পৌঁছাল, তা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বিজেপির মহিলা কর্মী ও সমর্থকেরা ওই এলাকায় পৌঁছন। তাঁদের অভিযোগ, একটি বাড়ির ভিতরে বিপুল পরিমাণ সরকারি ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় বহু মানুষ জড়ো হন এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয়দের দাবি, উদ্ধার হওয়া

সামগ্রীর মধ্যে ত্রিপল, শুকনো খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সরকারি প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ছিল। তবে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী সরকারি ত্রাণের অংশ কি না এবং কী উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের জন্য বরাদ্দ ত্রাণ সামগ্রী দলীয় প্রভাব খাটিয়ে আত্মসাৎ করা হয়েছে। তারা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে। অন্যদিকে, অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ঘনিষ্ঠ মহল সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের দাবি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘটনাকে রঙ দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং বিরোধীদের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে প্রকৃত সত্য প্রকাশ্যে আসবে বলে মনে করছে স্থানীয় বাসিন্দারা।

হাকিমপুর চেকপোস্টে ফের ভিড়, দেশে ফেরার অপেক্ষায় ১৫২ বাংলাদেশি

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হাকিমপুর চেকপোস্টে ফের বাড়ছে দেশে ফেরার অপেক্ষায় থাকা বাংলাদেশি নাগরিকদের সংখ্যা। বর্তমানে হাকিমপুর সীমান্ত চেকপোস্টে ১৫২ জন বাংলাদেশি অবস্থান করছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, বাদুড়িয়া ও স্বরূপনগর-সহ তিনটি হোল্ডিং সেন্টারে মোট ২৭৩ জনকে রাখা হয়েছে। প্রশাসন ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী সূত্রে খবর, বিভিন্ন সময়ে দালালচক্রের মাধ্যমে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এঁদের অনেকেই। পরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। তদন্তে এমনও তথ্য উঠে এসেছে যে, কেউ কেউ সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধাও ভোগ করেছেন বলে দাবি করেছেন। বর্তমানে জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে প্রতিটি ব্যক্তির পরিচয় যাচাইয়ের কাজ চলছে। বায়োমেট্রিক তথ্য, ফিঙ্গারপ্রিন্ট, চোখের স্ক্যান

এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহ করে ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। সঠিক পরিচয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কাউকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে না বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। হোল্ডিং সেন্টারগুলিতে থাকা শিশু, মহিলা ও পুরুষদের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যতে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য প্রতিটি থানা এলাকায় একটি করে হোল্ডিং সেন্টার তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শওকত গ্রেপ্তার,এন আই এ দফতরের বাইরে 'মাছ চোর' গানে বিক্ষোভ-উচ্ছ্বাস

নয়া জামানা,ভাঙড় ঃ ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলায় প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার গ্রেপ্তারির পর শনিবার নিউ টাউনের এনআইএ দফতরের সামনে দেখা গেল বিক্ষোভ ও উচ্ছ্বাসের মিশ্র ছবি। সকাল থেকেই সেখানে জড়ো হন শওকতের বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরের সমর্থক এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ডিজে বক্সে জনপ্রিয় 'মাছ চোর' গান বাজিয়ে গ্রেপ্তারির ঘটনাকে ঘিরে প্রতিক্রিয়া জানান। ভোটের সময় আলোচিত এই গানটি আবারও নতুন করে চর্চায় উঠে আসে। এনআইএ দফতরের বাইরে একটানা গান বাজানোর পাশাপাশি 'চোর-চোর' স্লোগানও ওঠে। কয়েকজন বিক্ষোভকারীকে হাতে মাছ ও ডিম নিয়েও দেখা যায়, যা ঘিরে এলাকায় কৌতূহল তৈরি হয়। উল্লেখ্য, শুক্রবার গভীর রাতে ভাঙড় বিস্ফোরণ মামলায় শওকত মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। তদন্তের স্বার্থে তাঁর একাধিক ঠিকানায় তল্লাশি চালানো হয়েছিল। সূত্রের খবর, কয়েকদিন ধরে খোঁজ চালানোর পর কলকাতার রুবি এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। শনিবার তাঁকে নিউ টাউনের এনআইএ দফতর থেকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সেখানেও বিক্ষোভকারীদের স্লোগান শোনা যায়। আদালত চত্বরেও উত্তেজনা ছিল চোখে পড়ার মতো। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন ছিল বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ। নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যেই শওকত মোল্লাকে আদালতে পেশ করা হয়। প্রশাসনের তৎপরতায় বড় ধরনের কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। তবে গ্রেপ্তারিকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা এবং জনতার প্রতিক্রিয়া রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।

পাঁচ মাস পর মুক্তি, ৯১ বাংলাদেশি মৎস্যজীবী ও ৪ ট্রলার ফিরছে স্বদেশে

গোপাল শীল,নয়া জামানা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ প্রায় পাঁচ মাস পর অবশেষে মুক্তি পেলেন ৯১ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবী। শনিবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে চারটি ট্রলারসহ তাঁদের বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। দীর্ঘ আইনি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়া শেষে তাঁরা এবার স্বদেশে ফিরতে চলেছেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগে সমুদ্রে মাছ ধরার সময় অসাবধানতাবশত আন্তর্জাতিক জলসীমা অতিক্রম করে ভারতীয় জলসীমায় প্রবেশ করেছিলেন ওই মৎস্যজীবীরা। এরপর ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী চারটি ট্রলারসহ ৯১ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে আটক করে। প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর তাঁদের বিভিন্ন সংশোধনাগারে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি ভারত ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে

তাঁদের মুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী শনিবার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে চারটি ট্রলারে করে মৎস্যজীবীদের আন্তর্জাতিক জলসীমার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে দুই দেশের নৌ ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এদিন ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দরে নিরাপত্তার কড়া ব্যবস্থা ছিল। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের হাইকমিশনের প্রতিনিধিরা, ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর ফ্রেজারগঞ্জ ঘাঁটির আধিকারিক এবং ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ কর্তারা। দীর্ঘ কয়েক মাস পর পরিবারের কাছে ফিরতে পারায় স্বস্তি ও খুশির আবহ দেখা যায় মৎস্যজীবীদের মধ্যে। দুই দেশের মানবিক ও কূটনৈতিক সহযোগিতার ফলে এই প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে প্রশাসনিক মহলের মত।

শওকত গ্রেপ্তারির পর ক্যানিংয়ে উচ্ছ্বাস, মিষ্টি বিতরণে উৎসবের আবহ

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসতেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের বিভিন্ন এলাকায় দেখা গেল উচ্ছ্বাসের ছবি। শনিবার সকাল থেকেই একাধিক এলাকায় সমর্থকদের মধ্যে আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, আরাবুল ইসলামের উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় মিষ্টি বিতরণের আয়োজন করা হয় এবং বহু মানুষ সেই কর্মসূচিতে অংশ নেন। ক্যানিংয়ের বিভিন্ন বাজার, মোড় এবং জনবহুল এলাকায় সমর্থকদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। কোথাও মিষ্টি বিলি করা হয়, কোথাও আবার ছোট আকারে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করা হয়। গ্রেপ্তারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই বহু মানুষ রাস্তায় নেমে নিজেদের প্রতিক্রিয়া জানান বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। সেই প্রেক্ষাপটে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অনেকেই প্রকাশ্যে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন জায়গায় সমর্থকদের মধ্যে উৎসবের আবহ তৈরি হয় এবং একে অপরকে মিষ্টিমুখ করাতে দেখা যায়। তবে গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। শওকত মোল্লার গ্রেপ্তারিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার পার্থক্যও স্পষ্ট হয়েছে। একদিকে যখন সমর্থকদের একাংশ আনন্দ প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে

অন্য শিবিরের পক্ষ থেকে তদন্ত সম্পূর্ণ হওয়ার আগে কোনও সিদ্ধান্তে না পৌঁছানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে শওকত মোল্লার গ্রেপ্তারির ঘটনাকে ঘিরে ক্যানিংয়ের একাধিক এলাকায় দিনভর উৎসবমুখর পরিবেশ এবং রাজনৈতিক চর্চা ছিল চোখে পড়ার মতো।

দৈনিক নয়া জামানা পত্রিকা নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

উত্তর ২৪ পরগনা ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহকুমা ও প্রতিটি ব্লকে সাংবাদিক প্রয়োজন।
যোগাযোগ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 9

মমতার জন্যই ধ্বংস ইন্ডিয়া জোট

নীতীশের এনডিএ যোগের নেপথ্যেও কালীঘাট! প্রকাশ্যে রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ ইন্ডিয়া জোট এবং সেখানে সকলের দাবি দাওয়া নিয়ে কংগ্রেস-সহ সব দলের মধ্যে সম্মতির জায়গা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে এই জোটে জল ঢালেন দুই নেতৃত্ব।২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে সকলে চমকে দিয়ে এনডিএ-তে যোগ দিয়েছিলেন নীতীশ কুমার। সেই সময় তাঁকে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম পুরোধা বলে গণ্য করা হচ্ছিল। ঘটনার ২ বছর পর অবশেষে সামনে এল কেন সেই সময় ইন্ডিয়া ছেড়ে মোদির হাত ধরেছিলেন নীতীশ। জানা যাচ্ছে, ইন্ডিয়া জোটের পতন ও নীতীশের এনডিএ যোগের নেপথ্যে ছিলেন তৎকালীন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দোসর হয়েছিলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। অতীতের সেই রহস্য এবার উন্মোচন করলেন নীতীশের জনতা দল ইউনাইটেডের কার্যকরী জাতীয় সভাপতি সঞ্জয় ঝাঁ।সম্প্রতি এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ২০২৩-২০২৪ সালে জাতীয় রাজনীতির বিরাট পট পরিবর্তন নিয়ে মুখ খোলেন সঞ্জয়। তিনি বলেন, ইন্ডিয়া জোট এবং সেখানে সকলের দাবি দাওয়া নিয়ে কংগ্রেস-সহ সব দলের মধ্যে সম্মতির জায়গা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে এই জোটে জল ঢালেন দুই নেতৃত্ব।

সঞ্জয়ের কথায়, তদুই নেতৃত্ব ইন্ডিয়া জোটকে ধ্বংস করে দেন। তাঁরা হলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ২০২৩ সালের শুরুর দিকে জোটের সকল নেতাদের মধ্যে ঐক্যমত তৈরি হয়েছিল। আমি বলছি না যে নীতীশ কুমারকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হবে, কিন্তু একটি সমঝোতা হয়েছিল যে নীতীশ জোটের 'আহ্বায়ক' হবেন। কংগ্রেসও এতে রাজি হয়েছিল।সঞ্জয় আরও বলেন, সেই সময় দিল্লি বা মুম্বইয়ে কোনও একটি বৈঠকে ষড়যন্ত্র করে মমতা ও কেজরিওয়াল

যৌথভাবে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁদের প্রস্তাব ছিল, জোটের আহ্বায়ক হবেন একজন দলিত নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস কোণঠাসা হয়ে পড়ে। এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। নীতীশ কুমার যে আহ্বায়কের পদ চেয়েছিলেন, তা নয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর তা পরিবর্তন করা ওদের উচিত হয়নি। মাত্র দু'জন ব্যক্তি পুরো জোটটা ভেঙে দেয়। জেডিইউ নেতা আরও বলেন, জোটে কোনও ঐক্যমত ছিল না। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে শুরু করে।জেডিইউ নেতার আরও দাবি, ওই সময়কালে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এনডিএ-র সঙ্গ ছেড়ে কোমর বেঁধে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সমস্ত বিরোধী দলকে এক ছাতার নিচে আনতে নীতীশ ব্যক্তিগতভাবে উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি রাজ্যে গিয়েছিলেন, নেতাদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ২০২৩ সালের ২৩শে জুন পাটনায় ইন্ডিয়া জোটের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সকলে যখন মোদি সরকারকে হঠাতে একমত হয়, সেখানে একমাত্র সমস্যা হয়ে ওঠেন মমতা ও কেজরিওয়াল। সঞ্জয়ের মতে, দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের সভার পর নীতীশের তরফে বিরোধী জোটের মোহ কেটে যায়। তিনি বাধ্য হন এনডিএ-তে যোগ দিতে।বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে অস্বীকার করেন, অন্যদিকে পাঞ্জাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালও একই পথ অনুসরণ করেন।যার ফল, ২০২৪ সালের ২৮শে জানুয়ারি, নীতীশ কুমার বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং মহাজোট সরকার ভেঙে যায়। এর পরে, বিজেপি নীতীশকে সমর্থন জানায় এবং বিরোধী জোটের মুখ হয়ে ওঠা নীতীশ আবারও এনডিএ জোটের যোগ দেন। নয়া রূপে ফিরে ইন্ডিয়া জোটের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণ শানান নীতীশ। তাঁর বার্তা স্পষ্ট ছিল, জোটের মধ্যে দলাদলি চরমে উঠেছে। এই জোট ভাঙতে বাধ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, নীতীশের ইন্ডিয়া ত্যাগের পর বিরোধী জোট দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেসকে আসন ছাড়তে অস্বীকার করেন, অন্যদিকে পাঞ্জাবে অরবিন্দ কেজরিওয়ালও একই পথ অনুসরণ করেন। দিল্লিতে কংগ্রেস ও আপ একসঙ্গে থাকলেও পাঞ্জাবে এই ঘটনা বিরোধী জোটের বিশ্বাসযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ভারতীয় জনতা পার্টি বড় ধাক্কা খেলেও, বিরোধী দলগুলির হালও খুব একটা ভালো ছিল না। অন্যদিকে, নীতীশ হয়ে ওঠেন তৃতীয় মোদি সরকারের এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য।

পৃথিবীর বিষন্নতম দেশ আফগানিস্তান

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ আমরা যখন পৃথিবীর কোনো দেশের অগ্রগতি বা শক্তির কথা ভাবি, আমাদের মাথায় সবার আগে আসে সেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপির হিসাব। কিন্তু একটি দেশের মানুষ ভেতরে-ভেতরে কতটা ভালো আছে, তাদের দৈনন্দিন জীবন কতটা স্বস্তির, তা পরিমাপ করার অন্যতম বৈশ্বিক মাপকাঠি হলো বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন বা ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট। এর তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর সবচেয়ে অসুখী দেশগুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে প্রথমে উঠে এসেছে আফগানিস্তানের নামে। ২৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ২১তম। তালিকায় ১৪৭টি দেশের নাম উঠে এসেছে।

যেভাবে এই তালিকা করা হয়

বিশ্ব সুখ প্রতিবেদনটি মূলত গ্যালাপ ওয়ার্ল্ড পোলের তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই জরিপে অংশগ্রহণকারী মানুষ একটি নির্দিষ্ট স্কেলের সাহায্যে নিজের জীবন নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট, তা মূল্যায়ন করে। এই স্কেলকে বলা হয় ক্যান্ট্রিল ল্যাডার। সেখানে শূন্য মানে সবচেয়ে খারাপ এবং ১০ মানে জীবনের সবচেয়ে সেরা পরিস্থিতি। প্রতিবেদনে কোনো একটি নির্দিষ্ট বছরের পরিস্থিতি বিবেচনা না করে বিগত তিন বছরের অর্থাৎ ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের গড় মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত র‍্যাংকিং নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে কোনো দেশের সাময়িক উত্থান-পতন এড়িয়ে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রার একটি স্থিতিশীল ও বাস্তবসম্মত চিত্র পাওয়া যায়। মানুষের এই জীবন মূল্যায়নের পেছনে মূলত কয়েকটি বিষয় কাজ করে। যেমন অর্থনৈতিক মন্দা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, যুদ্ধ বা সংঘাত, মানবিক সংকট, স্বাধীনতার অভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তৈরি হওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়। যেসব দেশে এই সমস্যাগুলো প্রকট, সেসব দেশের মানুষ নিজেদের কম স্কোর দিয়েছেন। সেগুলোই তালিকার নিচের দিকে অর্থাৎ দুঃখী দেশের তালিকায় জায়গা পেয়েছে।

কোন দেশের স্কোর কেমন বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন ২০২৬-এর এই সূচকে প্রতিটি দেশের স্কোর মূলত শূন্য থেকে ১০-এর স্কেলে নাগরিকদের জীবন সন্তুষ্টির প্রতিফলন। এই তালিকায় যথারীতি শীর্ষ স্থানটি ধরে রেখেছে ইউরোপের নর্ডিক দেশ ফিনল্যান্ড। দেশটির সুখের স্কোর সর্বোচ্চ ৭ দশমিক ৮। অন্যদিকে মানচিত্রের ঠিক উল্টো পিঠে মাত্র ১ দশমিক ৪ স্কোর নিয়ে তালিকার সবচেয়ে নিচে অর্থাৎ পৃথিবীর দুঃখীতম দেশের অবস্থানে রয়েছে আফগানিস্তান। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ও স্কোর বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। এই সূচকে ১০-এর মধ্যে ৪ দশমিক ৩ স্কোর নিয়ে বাংলাদেশ ২৯টি দুঃখী দেশের তালিকায় ২১ নম্বরে অবস্থান করছে। অর্থনৈতিক

পুনরুদ্ধার সত্ত্বেও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে লাগামহীন মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থান নিয়ে অনিশ্চয়তা এবং নাগরিকদের জীবনযাত্রার ওপর তৈরি হওয়া নানামুখী চাপের কারণে বাংলাদেশের মানুষের জীবন সন্তুষ্টির এই স্কোর অনেকটাই নিচের দিকে নেমে এসেছে।

কোন মহাদেশের নাম বেশি এবং কেন

দুঃখী দেশের তালিকাটি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এখানে বেশি নাম এসেছে আফ্রিকা মহাদেশের। উগান্ডা, সিয়েরা লিওন, মালাউই, জিম্বাবুয়ে, বতসোয়ানা, কঙ্গো, মিসর, তানজানিয়া, কমোরোস, এসওয়াতিনি, ইথিওপিয়া, জাম্বিয়া, মাদাগাস্কার, টোগো, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, লেসোথো, বেনিন, বুর্কিনা ফাসো এবং মৌরিতানিয়ার মতো আফ্রিকার প্রায় ২০টি দেশ এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। এরপরেই দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নাম এসেছে এশিয়া মহাদেশের। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য। এশিয়া থেকে আফগানিস্তান, ইয়েমেন, লেবানন, শ্রীলঙ্কা, মিয়ানমার, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া ও জর্ডানের মতো দেশগুলো এই তালিকায় রয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রমাণ করে, একটি দেশের সুউচ্চ ভবন কিংবা জিডিপির গ্রাফ কখনোই মানুষের প্রকৃত হাসির নিশ্চয়তা দিতে পারে না। যদি না সেখানে নাগরিকদের মৌলিক নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও স্বস্তির অধিকার নিশ্চিত করা যায়।

কেন কিছু নির্দিষ্ট মহাদেশেই জমছে এই দুঃখের পাহাড়

এই দুঃখী দেশের তালিকার ভৌগোলিক বিন্যাসের দিকে তাকালে একটি স্পষ্ট এবং দুঃখজনক সত্য সামনে আসে। এখান থেকে বোঝা যায়, পৃথিবীর মানচিত্রে সুখের বণ্টন মোটেও সমান নয়। এই ২৯টি দেশের মধ্যে সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ২০টি দেশই সাব-সাহারান এবং উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের। এর ঠিক পরেই অবস্থান করছে এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল, যার মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো প্রধান।কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এই দুটি মহাদেশেরই এতগুলো দেশের নাম বারবার ফিরে এসেছে? তথ্য বিশ্লেষণ করলে এর পেছনে তিনটি ভিন্ন আঙ্গিক বা গভীর সামাজিক ক্ষত দৃশ্যমান হয়। সেগুলো হলো;অধিকার হরণ ও নাগরিক স্বাধীনতার ঘাটতি তালিকার সবচেয়ে নিচে থাকা আফগানিস্তানের পরিস্থিতি স্পষ্ট করে দেয়, কেবল অর্থনৈতিক অভাবই মানুষকে সবচেয়ে বেশি দুঃখী করে না।

সেখানে নারীদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও মৌলিক মানবাধিকারের ওপর যে তীব্র বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে, তা পুরো একটি জনগোষ্ঠীর মন থেকে ভবিষ্যৎ নিয়ে সব ধরনের আশা মুছে দিয়েছে। মিয়ানমার ও কঙ্গোর মতো দেশে সামরিক সংঘাত এবং গৃহযুদ্ধ মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক নিরাপত্তাকেই কেড়ে নিয়েছে।কাঠামোগত অর্থনৈতিক ধস ও মূল্যস্ফীতি এশিয়া ও আফ্রিকার এই দেশগুলোর একটি বড় অংশই তীব্র ঋণসংকট এবং লাগামহীন মূল্যস্ফীতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। মিসর, লেবানন, বাংলাদেশ কিংবা শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলোতে সাধারণ মানুষের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে তৈরি হওয়া বিশাল ব্যবধান এবং সাম্প্রতিক বছরের তীব্র অর্থনৈতিক চাপ ও সামাজিক অস্থিরতা মানুষের প্রতিদিনের স্বস্তি শেষ করে দিয়েছে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে কিছুটা প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও সাধারণ মানুষের পকেটে তার সুফল না পৌঁছানোয় দীর্ঘমেয়াদি এক ক্লান্তি ভর করেছে এসব সমাজে।জলবায়ু ও ভূরাজনীতির দ্বিমুখী মার

মাদাগাস্কার বা বুরকিনা ফাসোর মতো আফ্রিকার দেশগুলো উন্নত বিশ্বের তৈরি করা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম শিকার। তীব্র খরা, অনাবৃষ্টি এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের একমাত্র আয়ের উৎস কৃষিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এর ওপর আবার যোগ হয়েছে প্রতিবেশী অঞ্চলের যুদ্ধের প্রভাব। জর্ডান ও উগান্ডার মতো দেশগুলো নিজেরা অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে থেকেও বছরের পর বছর ধরে লাখ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর যে চাপ পড়ছে, তা পরোক্ষভাবে সাধারণ নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান ব্যাহত করছে।

'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এ সওয়ার দেশ ৭.৭ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধির খতিয়ানে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

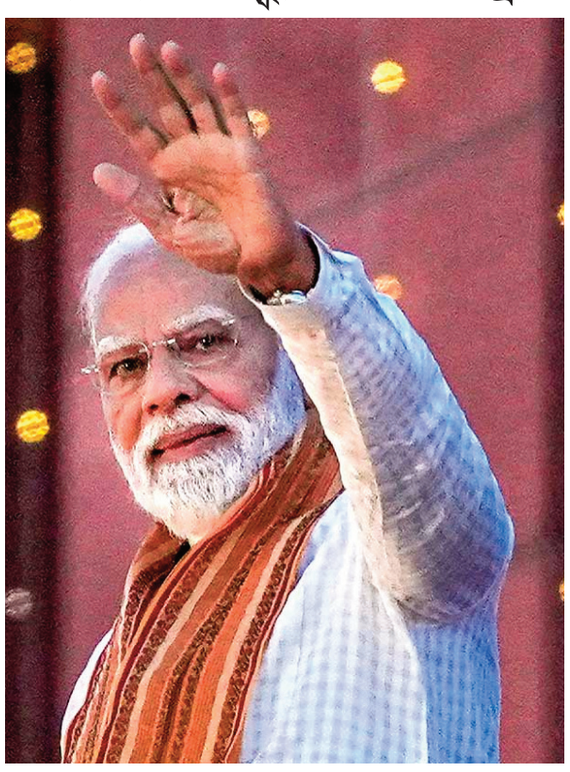

বিশ্বজুড়ে যখন আর্থিক মন্দা আর অনিশ্চয়তার মেঘ, তখন ভারতের অর্থনীতি যে মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, তা ফের একবার জোর গলায় মনে করিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার দমনে এক জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির খতিয়ান তুলে ধরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতের আর্থিক বৃদ্ধির হার (জিডিপি) ছুঁয়েছে ৭.৭ শতাংশ। শুধু তাই নয়, এই পরিসংখ্যানের ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের বড় অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারতই যে বর্তমানে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, সেই মুকুটও অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। এদিন দমনের সভা থেকে সদ্য প্রকাশিত আর্থিক পরিসংখ্যানকে দেশের জন্য অত্যন্ত 'উৎসাহব্যঞ্জক' বলে আখ্যা দেন মোদী। সমাপ্ত অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকে (জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ) বৃদ্ধির হার ৭.৮ শতাংশে পৌঁছেছে জানিয়ে তিনি বলেন, এই অঙ্কই পরিষ্কার করে দিচ্ছে দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ ঠিক কতটা শক্তিশালী। বিশ্বের দ্রুততম বিকাশশীল অর্থনীতি হিসেবে ভারতের এই চোখধাঁধানো উত্থানে প্রত্যেক দেশবাসীর গর্ব করা উচিত বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মতে, সরকারের লাগাতার আর্থিক সংস্কার, পরিকাঠামোর বিপুল সম্প্রসারণ এবং গরিব মানুষের কল্যাণে নেওয়া নানা যুগান্তকারী প্রকল্পের সুফলই আজ দেশের অর্থনীতিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিরূপ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এবং বিশ্বের বহু দেশে আর্থিক গতি মন্থর হওয়া সত্ত্বেও ভারতের এই সাফল্যের নেপথ্যে সরকারের দূরদর্শিতাকেই তুলে ধরেছেন মোদী। তিনি জানান, দেশ এখন পুরোদমে 'রিফর্ম এক্সপ্রেস'-এ সওয়ার হয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছে। রাস্তাঘাট, রেল, বন্দর, বিমানবন্দর থেকে শুরু করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো খাতে বিপুল বিনিয়োগের ফলেই বৃদ্ধির এই ঊর্ধ্বমুখী গ্রাফ ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। আগামী দিনেও সরকারের 'রিফর্ম, পারফর্ম অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম' (সংস্কার, কাজ এবং রূপান্তর)-এর নীতিই দেশের নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে পথ দেখাবে বলে দেশবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনীতির এই গতি বজায় রাখাই যে এখন তাঁর সরকারের প্রধান লক্ষ্য, তা এদিন স্পষ্ট করে দেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সঙ্গে তিনি এও স্বীকার করে নেন যে, সরকারের পাশাপাশি দেশের সাধারণ নাগরিক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই অসামান্য মাইলফলক ছোঁয়া কোনোভাবেই সম্ভব হত না।

'মাওবাদী মুক্ত' ছত্তিশগড়ে পুরভোটে এগিয়ে বিজেপি, সমান টক্কর দিয়ে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত কংগ্রেসেরও

সদ্য গোটা দেশকে মাওবাদী মুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বাভাবিকভাবেই দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মাও উপদ্রুত রাজ্য ছত্তিশগড়ে এখন মুক্ত বাতায়ন। তবে ওই মুক্ত বাতায়নের প্রথম নির্বাচনে কিছুটা ধাক্কা খেল বিজেপি। প্রায় সমানে সমানে লড়াই করে রাজ্যে প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত দিল কংগ্রেস। ছত্তিশগড়ের নবগঠিত পাঁচটি নগর পঞ্চায়েত এবং কিছু পুরসভার শূন্য ওয়ার্ডগুলির জন্য ১ জুন ভোটগ্রহণ হয়েছিল। ভোটদানের হার ছিল ৮৪.৫৮ শতাংশ। ওই নির্বাচনের ফলাফল বলছে, মোট পাঁচটি নগর পঞ্চায়েত বা পুরসভার মধ্যে বিজেপির দখলে গিয়েছে ৩টি। বাকি দুটি কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে। বিজেপি জয়ী হয়েছে জঞ্জগীর-চম্পা জেলার বামহনিডি, সুরজপুর জেলার শিবানন্দনপুর এবং কবীরধাম জেলার সাহসপুর-লোহারা পুরসভা। কংগ্রেসের দখলে গিয়েছে রাজনন্দগাঁও জেলার ঘুমকা এবং বালোড জেলার পালারি পুরসভার চেয়ারপার্সন পদ। মোট ৭১টি কাউন্সিলর পদে নির্বাচনে ৩৯টিতে বিজেপি জিতেছে। কংগ্রেস ৩০টিতে। নির্দল প্রার্থীরা ২টি ওয়ার্ডে জিতেছেন। যার অর্থ কার্যত সমানে সমানে লড়াই হয়েছে। এমনিতে এই ধরনের স্থানীয় নির্বাচনগুলিতে শাসকদলের দাপট থাকে। কিন্তু ভোটের বছর দুই আগের এই পুর নির্বাচনে যেভাবে কংগ্রেস লড়াই দিল, তাতে রাজ্যের কর্মীরা উদ্বুদ্ধ। বিজেপির আশা ছিল, রাজ্য মাওবাদী মুক্ত হওয়ার পর একচেটিয়ে জয় আসবে এই নির্বাচনে। তবে সেটা হল না। বছর তিনেক আগে ছত্তিশগড়ে একপ্রকার অপ্রত্যাশিতভাবে ক্ষমতা হারিয়েছিল কংগ্রেস। ভুপেশ বাঘেলের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের পর লোকসভায় ছত্তিশগড়ে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় কংগ্রেস। এই পুরভোটের ফল কংগ্রেসকে সামান্য হলেও অক্সিজেন যোগাচ্ছে।

ফের একধাক্কায় অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম

কাটছেই না জ্বালানি জ্বালা। মধ্যবিত্তের পকেটে ধাক্কা দিয়ে ফের একধাক্কায় অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম। তিন মাসের মধ্যেই এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মূল্যবৃদ্ধি। শনিবার মধ্যরাতে ১৪.২ কেজি ওজনের বাড়িতে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার প্রতি দাম ২৯ টাকা বাড়াল কেন্দ্র। মূল্যবৃদ্ধির ফলে কলকাতায় ১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে দাঁড়াল ৯৬৮ টাকা। রবিবার থেকেই নয়া দাম কার্যকর হয়েছে। তবে অপরিবর্তিত থাকছে ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম। পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে গত ৭ মার্চ বাড়িতে ব্যবহৃত রান্নার গ্যাসের দাম ৬০টাকা বেড়েছিল। এবার বাড়ল আরও ২৯ টাকা। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, এটাই শেষ নয়। পেট্রল-ডিজেলের মতো দফায় দফায় আরও বাড়তে পারে রান্নার গ্যাসের দাম। আন্তর্জাতিক বাজারের ওঠানামার উপরই গ্যাসের দাম নির্ভর করে। কখনও বাড়ানো হয় আবার কখনও কমানো হয়। কিন্তু

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধের জেরে বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হয়েছে জ্বালানি সংকট। ফলে লাফিয়ে বাড়ছে পেট্রল-ডিজেল-গ্যাসের দাম। গত তিন মাসে বেশ কয়েকবার বৃদ্ধি পেয়েছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। গত ৩১ মে শেষবার ৫৩ টাকা ৫০ পয়সা বাড়ে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম। বর্তমানে কলকাতায় বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৩২৫৫ টাকা ৫০ পয়সা। তবে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়লেও গৃহস্থালির রান্নার গ্যাসের দাম একবারই বেড়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে চাপের কারণে এবার ঊর্ধ্বমুখী ১৪.২ কেজি রান্নার গ্যাসের দামও। ফলে সবমিলিয়ে মধ্যবিত্তের পকেটে যে বিরাট ধাক্কা লাগল, সেটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

Naya jamana.....4 June.....2026..._Layout 1 07-06-2026 10:15 Page 10

মাঠে ময়দানে

নয়া জামানা

সভাপতি পদে দায়িত্ব নিয়েই মহামেডানকে ঋণমুক্ত করার আশ্বাস হুমায়ুনের, বার্তা 'রাজনীতি' নিয়েও

ময়দানি রাজনীতিতে একপ্রকার নাটকীয় পটপরিবর্তনে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি পদে নিযুক্ত হয়েছেন হুমায়ুন কবীর। আর দায়িত্ব নিয়েই তিনি ক্লাবকে রাজনীতি এবং আর্থিক সংকট মুক্ত করার বার্তা দিলেন। হুমায়ুনের দাবি, দ্রুত অর্থের সংস্থান করার ব্যাপারে চেষ্টা করবেন তিনি। ক্লাবের উপর যে বিশাল দেনার বোঝা তার অন্তত অর্ধেক আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে মিটিয়ে দিতে চান মহামেডানের নতুন সভাপতি।বর্তমানে মহমেডানের উপর প্রায় ১৩ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা রয়েছে। একই সঙ্গে আগামী মরশুমের জন্য দল গঠনের কাজও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাভাবে সেই প্রক্রিয়া কার্যত থমকে। এ হেন কঠিন পরিস্থিতিতে ক্লাবের দায়িত্বে হুমায়ুন। দায়িত্ব নিয়ে তিনি বলছেন, তঅর্থের সংস্থান যাতে হয় সে ব্যাপারে চেষ্টা করা হচ্ছে। আলাদিনের প্রদীপ তো কিছু নেই, যা রাতারাতি সমস্যা মিটে যাবে। একটু সময় দিতে হবে। আমরা ক্লাবের ঐতিহ্য ধরে রাখার সবরকম চেষ্টা করব।দ ক্লাব সূত্রের খবর, হুমায়ুন আশ্বাস দিয়েছেন আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে অন্তত অর্ধেক ঋণ মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা তিনি করবেন। গত কয়েক দিন ধরে মহমেডানের সদস্য ও সমর্থকদের একাংশ আমিরুদ্দিন ববির পদত্যাগের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই চাপের মুখেই তিনি দায়িত্ব ছাড়েন। তবে ক্লাব সূত্রে জানা গিয়েছে, সভাপতির পদে পরিবর্তন হলেও বাকি কমিটিগুলি আপাতত অপরিবর্তিত থাকবে। আগামী কিছুদিন নতুন সভাপতির নেতৃত্বে ক্লাবের কার্যক্রম এবং আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি কতটা হয়, তা দেখার পর ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকার ময়দানকে রাজনীতি মুক্ত করার বার্তা দিয়েছে। সে প্রসঙ্গে নওদার বিধায়কের বক্তব্য, তযিনি রাজনীতিমুক্ত করার কথা বলছেন বলতেই পারেন। তাঁদের আগে করে দেখাতে হবে। কল্যাণ চৌবে এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট, আগে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন। অমিত শাহর ছেলে কী করে এসেছেন। বলাটা অনেক সহজ। কিন্তু কার্যকর করা অনেক কঠিন। আমি বিধানসভার সদস্য, রাজনীতির লোক। বিধানসভায় রাজনীতি করব। কিন্তু এটুকু কথা দিতে পারি, ক্লাবের মধ্যে কোনও রাজনীতি করব না। বা ক্লাবের অন্দরে রাজনীতির কোনও কথাও বলব না।দ

উনিশেই সেরার শিরোপা, ইতিহাস গড়ে ফরাসি ওপেনের নতুন রানি মীরা আন্দ্রিভা

নতুন চ্যাম্পিয়ন পেল ফরাসি ওপেন। ইতিহাস গড়ে প্রথমবার রোলাঁ গারোজে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হলেন রাশিয়ার মীরা আন্দ্রিভা। ফাইনালে অবাছাই মাজা খে য়ালিনস্কাকে স্ট্রেট সেটে ৬-৩, ৬-২ ব্যবধানে হারালেন মীরা। এটিই রাশিয়ার ১৯ বছরের মীরার কেরিয়ারের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম। শনিবার রোলাঁ গারোয় মেয়েদের ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিলেন রাশিয়ার মীরা আন্দ্রিভা আর পোল্যান্ডের মায়া চাওয়ালিনস্কা। দু'জনেই এর আগে কোনও দিন গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে ওঠেননি। ফলে দু'জনের জন্যই এটা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা। সেই সঙ্গে স্নায়ুর চাপও ছিল। তবে মীরা অনেকটাই এগিয়ে ছিলেন প্রতিপক্ষের থেকে। তিনি এখ ন বিশ্বের সাত নম্বর। ফরাসি ওপেনে আট নম্বর বাছাই। আর প্যারিস অলিম্পিক্সে ডাবলসে রুপো জয়ের মতো বড় সাফল্যও রয়েছে। অন্যদিকে খোয়ালিনস্কা চলতি ফরাসি ওপেনের চমক। এখন তিনি বিশ্বের ১১৪ নম্বর খেলোয়াড়। বাঁ হাতি এই তারকা এবারের ফরাসি ওপেনেও নেমেছিলেন অবাছাই হিসাবেই। ফলে ফাইনালের লড়াইয়ে অনেকটাই এগিয়েছিলেন মীরা। যদিও এর আগে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল না খেলা উনিশের তরুণী স্নায়ুর চাপ সামলাতে পারবেন কিনা, সেটাই ছিল দেখার। না, মীরা বড় মঞ্চে ঘাবড়ে যাননি। নিজের খে লাটা খেলে গিয়েছেন। আর নিজের খেলাটা খেললে যে তিনি অনায়াসে জিতবেন, সেটা সবাই জানত। হলও তাই। ফাইনালের প্রথম সেটেই মীরা জিতে নিলেন ৬-৩ পয়েন্টের ব্যবধানে। প্রথম সেটেই দু'বার খে য়ালিনস্কার সার্ভিস ভাঙেন তিনি। দ্বিতীয় সেট আরও একপেশে। এবার খোয়ালিনস্কা পাত্তাই পেলেন না। সেটটি মীরা জিতে নিলেন ৬-২ পয়েন্টের ব্যবধানে। সব মিলিয়ে একপেশে ফাইনালে নতুন রানি পেল লাল সুরকি।

ইংল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক শ্রেয়স

আসন্ন আয়ারল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড সফরের জন্য ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই)। ২০২৬ সালের এই জোড়া সফরের জন্য ভারতের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে। তাঁর ডেপুটি বা সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তরুণ ব্যাটার তিলক বর্মাকে। তবে শনিবার ঘোষিত এই দলে সবচেয়ে বড় চমক হল সদ্য বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের বাদ পড়া এবং আইপিএল-এ দুরন্ত পারফর্ম করা বৈভব সূর্যবংশীর প্রথম বার জাতীয় দলে ডাক পাওয়া। ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সূর্যকুমার যাদব। অথচ আসন্ন এই দুই সিরিজের স্কোয়াডে তিনি জায়গা পাননি। অন্যদিকে, সদ্যসমাপ্ত আইপিএল-এ অভাবনীয় পারফর্ম করে নজর কেড়েছেন তরুণ ওপেনার বৈভব সূর্যবংশী। ২৩৭.৩০ স্ট্রাইক রেটে ৭৭৬ রান করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই অতিমানবিক ফর্মের পুরস্কার হিসেবেই তাঁকে জাতীয় দলে সুযোগ দিল বিসিসিআই। বৈভবের পাশাপাশি তরুণ পেসার প্রিন্স যাদবও এই প্রথম সিনিয়র জাতীয় দলের স্কোয়াডে সুযোগ পেলেন। বিসিসিআই-এর ঘোষণা অনুযায়ী, ভারতের টপ অর্ডারে বৈভবের সঙ্গে রয়েছেন অভিষেক শর্মা, সঞ্জু স্যামসন এবং ঈশান কিষাণ। মিডল অর্ডারের দায়িত্ব সামলাবেন নীতীশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দর এবং শিবম দুবের মতো অলরাউন্ডাররা। স্পিন বিভাগে সুন্দরের সঙ্গে থাকছেন অক্ষর প্যাটেল, বরুণ চক্রবর্তী এবং রবি বিষ্ণোই। পাশাপাশি পেস বোলিংয়ের দায়িত্বে থাকছেন অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, প্রিন্স যাদব এবং মহম্মদ সিরাজ। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা মাথায় রেখে তারকা পেসার জসপ্রীত বুমরাহকে এই দুই টি-টোয়েন্টি সফরে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বকাপজয়ী দল থেকে বাদ পড়েছেন বাঁহাতি ব্যাটার রিঙ্কু সিং এবং স্পিনার কুলদীপ যাদব। ভারতীয় দল প্রথমে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু'টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খে লবে। আগামী ২৬ এবং ২৮ জুন বেলফাস্টে ম্যাচ দু'টি আয়োজিত হবে। এরপর ইংল্যান্ডের মাটিতে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু হবে ভারতের। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচগুলি খেলা হবে ১ থেকে ১১ জুলাই পর্যন্ত। তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতার মিশেলে গড়া এই নতুন ভারতীয় দল শ্রেয়সের নেতৃত্বে বিদেশের মাটিতে নিজেদের কেমন প্রমাণ করে,
এখন সেটাই দেখার।

লর্ডসে ওলি রবিনসনের ঐতিহাসিক স্পেল

১৪৯ বছরের রেকর্ড ভেঙে চুরমার

লর্ডসের ঐতিহাসিক বাইশ গজে ম্যাজিক দেখালেন ওলি রবিনসন। ক্রিকেটের মক্কা সাক্ষী থাকল এক অবিশ্বাস্য রেকর্ডের। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে বল হাতে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস গড়ে ফেললেন এই ইংরেজ পেসার। ইংল্যান্ডের ১৪৯ বছরের টেস্ট ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে ম্যাচের নিজের প্রথম ওভারেই তুলে নিলেন ৩টি উইকেট। রবিনসনের এই বিধ্বংসী স্পেলের ওপর ভর করেই লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডকে মাত্র ১১৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ২৭ রানের লিড আদায় করে নিল ইংল্যান্ড। বৃহস্পতিবার টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন কিউই অধিনায়ক টম ল্যাথাম। কাইল জেমিসনের দুর্দান্ত ৫ উইকেটের স্পেলে মাত্র ১৪০ রানেই শেষ হয়ে যায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস। জবাবে ব্যাট করতে নেমে নিউজিল্যান্ড যখন বড় রানের স্বপ্ন দেখছিল, ঠিক তখনই বল হাতে রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন ওলি রবিনসন। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে বল করতে আসেন তিনি। আর সেই ওভারেই ঘটে ম্যাজিক। ওভারের তৃতীয় বলে ওপেনার ডেভন কনওয়েকে ফিরিয়ে শুরুটা করেছিলেন। এরপর পঞ্চম বলে কেন উইলিয়ামসন এবং শেষ বলে রাচিন রবীন্দ্রকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখান রবিনসন। ৩ উইকেট নিয়ে প্রথম ওভারেই নিউজিল্যান্ডের টপ অর্ডারকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দেন তিনি। আন্তর্জাতিক টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে নুয়ান জয়সা, ইরফান পাঠান, ড্যানিয়েল ভেত্তোরি বা মিচেল স্টার্কদের মতো হাতে গোনা কয়েকজন এই কীর্তি গড়লেও, ইংল্যান্ডের দীর্ঘ ক্রিকেট ইতিহাসে এই প্রথম কোনো বোলার নিজের প্রথম ওভারে ৩ উইকেট নেওয়ার নজির গড়লেন। শেষ পর্যন্ত ৩৯ রান দিয়ে ৫টি উইকেট নেন রবিনসন। ম্যাচ শেষে রবিনসন নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি। বিবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'প্রথম ওভারটা করার সময় স্নায়ুর চাপে আমার পা কাঁপছিল। প্রথম উইকেটটা পাওয়ার পর যেভাবে আবেগ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল, তা অবিশ্বাস্য'। স্কাই স্পোর্টসকে তিনি জানান, লর্ডসের গ্যালারির গর্জন এতটাই জোরালো ছিল যে তিনি কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অথচ গত ক্রিসমাসের সময়েও রবিনসন ভেবেছিলেন তাঁর ইংল্যান্ড কেরিয়ার হয়তো শেষ। ফিটনেস সমস্যা এবং শৃঙ্খলার কারণে ২০২৪ সালে ২০ টেস্টে ৭৬টি উইকেট থাকা সত্ত্বেও দল থেকে বাদ পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু চলতি মরশুমে সাসেক্সের অধিনায়কত্ব পেয়ে কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে ১৮টি উইকেট নিয়ে নির্বাচকদের দরজায় কড়া নাড়েন।

জোফ্রা আর্চার এবং ব্রিডন কার্সের অনুপস্থিতি তাঁর প্রত্যাবর্তনের রাস্তা আরও সহজ করে দেয়। কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের (বাজ) একটি টেক্সট মেসেজই তাঁর মানসিকতা বদলে দিয়েছিল বলে জানান রবিনসন। কঠিন পরিশ্রমের পর লর্ডসের এই রাজকীয় প্রত্যাবর্তনকে তাই একটা স্বপ্নের মতোই দেখছেন এই ব্রিটিশ পেসার।

লর্ডসের ঐতিহাসিক বাইশ গজে ম্যাজিক দেখালেন ওলি রবিনসন। ক্রিকেটের মক্কা সাক্ষী থাকল এক অবিশ্বাস্য রেকর্ডের। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে বল হাতে এক অভূতপূর্ব ইতিহাস গড়ে ফেললেন এই ইংরেজ পেসার। ইংল্যান্ডের ১৪৯ বছরের টেস্ট ইতিহাসের প্রথম বোলার হিসেবে ম্যাচের নিজের প্রথম ওভারেই তুলে নিলেন ৩টি উইকেট। রবিনসনের এই বিধ্বংসী স্পেলের ওপর ভর করেই লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে নিউজিল্যান্ডকে মাত্র ১১৩ রানে গুটিয়ে দিয়ে ২৭ রানের লিড আদায় করে নিল ইংল্যান্ড।

নরওয়ে দাবায় চ্যাম্পিয়ন ভারতের প্রজ্ঞানন্দ

মহিলাদের খেতাব বিবসারার

উত্তেজনাপূর্ণ শেষ রাউন্ডের মধ্যে দিয়ে সমাপ্ত হল ২০২৬ সালের নরওয়ে দাবা প্রতিযোগিতা। ক্লাসিক্যাল রাউন্ডে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে নিয়ে এই টুর্নামেন্টের শিরোপা নিজের নামে করলেন ভারতের তরুণ গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। অন্যদিকে, মহিলাদের টুর্নামেন্টে শেষ রাউন্ডের অনেক আগেই চ্যাম্পিয়ন হওয়া নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন বিবসারা আসাউবায়েভা। ওয়েসলি সো-র চেয়ে মাত্র আধ পয়েন্ট পিছিয়ে থেকে শেষ রাউন্ডে খেলতে নেমেছিলেন প্রজ্ঞানন্দ। তিনি জানতেন, শীর্ষস্থান দখল করতে হলে এই ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই। ভিনসেন্ট কেইমারের বিরুদ্ধে সাদা ঘুঁটি নিয়ে খেলতে নেমে সেই সুযোগেরই পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেন এই ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। কেইমারকে হারিয়ে পুরো ৩ পয়েন্ট পকেটে পোরেন তিনি, যার ফলে টুর্নামেন্টে তাঁর মোট সংগ্রহ দাঁড়ায় ১৮ পয়েন্ট এবং তিনি শীর্ষস্থান দখল করে চ্যাম্পিয়ন হন। অন্যদিকে, প্রতিযোগিতার শেষ দিন পর্যন্ত শীর্ষে থাকা ওয়েসলি সো নিজের ক্লাসিক্যাল ম্যাচে আলিরেজা ফিরোজার বিরুদ্ধে ড্র করেন। তবে আর্মাগেডন ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে অতিরিক্ত পয়েন্ট পান সো। টুর্নামেন্ট জুড়ে নজরকাড়া পারফরম্যান্স করা আলিরেজা তৃতীয় স্থানে শেষ করেছেন।

বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেন এবং বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশের মধ্যকার শেষ ম্যাচটিতে জয় পেয়েছেন কার্লসেন। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জয় দিয়ে টুর্নামেন্ট শেষ করেছেন এই নরওয়েজিয়ান গ্র্যান্ডমাস্টার। ১০ রাউন্ড শেষে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে নরওয়ে দাবা ২০২৬-এর খেতাব জিতেছেন প্রজ্ঞানন্দ। ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন ওয়েসলি সো এবং ১৫.৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় হয়েছেন আলিরেজা ফিরোজা। মহিলাদের বিভাগে এক রাউন্ড বাকি থাকতেই খেতাব নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন বিবসারা আসাউবায়েভা। শেষ দিনে তাঁর শীর্ষস্থানটি কেবল আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত হয়। শেষ রাউন্ডের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসিক্যাল ম্যাচেই ফলাফল নির্ধারিত হওয়ায় আর্মাগেডন টাইব্রেকারের আর প্রয়োজন পড়েনি। বর্তমান মহিলা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জু ওয়েনজুন শেষ রাউন্ডে বিবসারাকে হারিয়ে এই টুর্নামেন্টে তাঁর অপরাজিত থাকার দৌড়ে ইতি টানেন। ভারতের কোনেরু হাম্পিকে হারিয়ে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছেন ঝু জিনের, তাঁর সংগ্রহ ১৬ পয়েন্ট। অন্যদিকে, ভারতের দিব্যা দেশমুখকে ক্লাসিক্যাল দাবায় হারিয়ে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন আনা মুজিচুক। সব মিলিয়ে ১৬.৫ পয়েন্ট নিয়ে মহিলাদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বিবসারা আসাউবায়েভা। অবিশ্বাস্য এই প্রত্যাবর্তনের পর প্রজ্ঞানন্দ জানিয়েছেন, টুর্নামেন্টের দ্বিতীয়ার্ধের ঠিক আগে তাঁর মায়ের দেওয়া একটি পরামর্শ একেবারে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছে। জয়ের পর তিনি বলেন, 'মা বলেছিল, 'এটা নতুন মাস, তুই ভালো খেলবি'। আমি বলেছিলাম, 'ঠিক আছে, মায়েরা তো এমন বলেই থাকে।' আর তারপর আমি টানা চারটে ম্যাচ জিতে গেলাম। আমার মনে হয় মা সত্যিই কিছু একটা বুঝতে পেরেছিল'। নিজের সাফল্যের চাবিকাঠি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রজ্ঞানন্দ জানান, 'সব কিছুই আমার পক্ষে গিয়েছে। আমি আগের চেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ রেখে খে লতে শুরু করেছিলাম, যেটা কাজে দিয়েছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আগের চেয়ে একটু দ্রুত খেলব। প্রতিটি ম্যাচেই আমার সময়ের সুবিধা ছিল এবং আমি বেশ কিছু ভালো চাল দিতে পেরেছিলাম'। ম্যাচের শেষ মুহূর্তের উত্তেজনা প্রসঙ্গে প্রজ্ঞানন্দের সংযোজন, 'ম্যাচ শেষের কয়েক চাল আগেই বুঝতে পারছিলাম যে আমি জিততে চলেছি। কিন্তু আমি বিষয়টিকে নিশ্চিত করতে চেয়েছিলাম। নাইট ই-সিক্স চাল দেওয়ার পর আমি আর কিছু ভাবতেই পারছিলাম না, শুধু হাত দিয়ে চাল দিয়ে যাচ্ছিলাম। কারণ জেতার মতো জায়গায় পৌঁছে গেলে ভুল করা প্রায় অসম্ভব, তবুও আমি বেশ চিন্তায় ছিলাম। প্রতিপক্ষ যখন হার স্বীকার করে নিল, তখনই আমি স্বস্তি পাই। যেকোনও টুর্নামেন্ট জিতলেই আনন্দ হয়। তবে ম্যাগনাস খেলছে এমন একটি টুর্নামেন্ট জেতা সত্যিই বিশেষ অনুভূতির। আর এইভাবে জেতাটা আরও বেশি স্পেশ্যাল। আমি ভীষণ খুশি'।

অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা এশিয়া কাপে কোরিয়াকে উড়িয়ে ব্রোঞ্জ জয় ভারতের

শনিবার জাপানের কাকামিগাহারায় অনূর্ধ্ব-১৮ মহিলা এশিয়া কাপের ব্রোঞ্জ পদক নির্ধারণের ম্যাচে কোরিয়াকে ৩-০ গোলে দাপটের সঙ্গে হারিয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতে নিল ভারতীয় দল।

ভারতের হয়ে নজরকাড়া গোল করেন সন্দীপা কুমারী (২ মিনিট), অধিনায়ক সুইটি কুজুর (১৬ মিনিট) এবং নৌসিন নাজ (৩৩ মিনিট)। এই দুরন্ত জয়ের সুবাদেই টুর্নামেন্টে তৃতীয় স্থানে থেকে নিজেদের অভিযান শেষ করল ভারতের মেয়েরা। সেমিফাইনালে চিনের কাছে পেনাল্টি শুটআউটে অল্পের জন্য হারের ধাক্কা সামলে এই ম্যাচে শুরু থেকেই আগ্রাসী মেজাজে ধরা দেয় ভারত। প্রথম দুই মিনিটের মধ্যেই গোল করে দলকে কাঙ্ক্ষিত লিড এনে দেন সন্দীপা কুমারী। বিপক্ষের গোলমুখে তাঁর দুর্দান্ত ফিনিশ শুরুতেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে তুলে দেয়। এরপরও বলের দখল নিজেদের কাছে রেখে লাগাতার আক্রমণ শানাতে থাকে ভারতীয় দল। ১৬ মিনিটের মাথায় একটি চমৎকার ফিল্ড গোল করে ভারতের ব্যবধান দ্বিগুণ করেন অধিনায়ক সুইটি কুজুর। ২-০ গোলে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমেও নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখে ভারত। ৩৩ মিনিটে দলের তৃতীয় গোলটি করেন প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ গোলদাতা নৌসিন নাজ।

এই ফিল্ড গোলের সুবাদে টুর্নামেন্টে তাঁর মোট গোলসংখ্যা দাঁড়ায় ১২-এ, যার ফলে গোলদাতাদের তালিকায় নিজের শীর্ষস্থান আরও মজবুত করেন তিনি। আক্রমণের পাশাপাশি রক্ষণভাগেও এদিন যথেষ্ট শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছে ভারতীয় দল। কোরিয়াকে গোল করার কোনো পরিষ্কার সুযোগই দেয়নি তারা, উল্টে প্রতি-আক্রমণে বারবার বিপক্ষকে চাপে ফেলেছে। পুরো ম্যাচে নিজেদের জাল অক্ষত রেখে অনায়াসেই ব্রোঞ্জ নিশ্চিত করে ভারত। অনবদ্য পারফরম্যান্স এবং প্রথম গোলটি করার জন্য ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন সন্দীপা কুমারী। এই টুর্নামেন্টে মোট ৩৬টি গোল করার পাশাপাশি দুরন্ত রক্ষণাত্মক দক্ষতার পরিচয় দিয়ে এক নজরকাড়া পারফরম্যান্স উপহার দিল ভারতীয় দল। শনিবারই কাকামিগাহারায় দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময়) টুর্নামেন্টের ফাইনালে মুখোমুখি হবে চিন এবং আয়োজক জাপান। অন্যদিকে, অনূর্ধ্ব-১৮ পুরুষদের এশিয়া কাপের ফাইনালেও আজ নামছে ভারত। শনিবার বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে (ভারতীয় সময়) মেগা ফাইনালে আয়োজক জাপানের মুখোমুখি হবে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৮ পুরুষ হকি দল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।